إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শাফা'আতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরবসম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না"।

—হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

নব পর্যায়ে ৪১শ বর্ষ। ১৫শ সংখ্যা।
২৩শে রবিউস সানী, ১৪০৮ হিঃ ।। ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৯৪ বাংলা ।। ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৮৭ইং ।।
বার্ষিক চাঁদাঃ বাংলাদেশ ৪০.০০ টাকা।। ভারত ৭২.০০ টাকা।। অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
'আহ্‌মদী'
১৫ই ডিসেম্বর ১৯৮৭
৪১ বর্ষ
১৫শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
তরজমাতুল কুরআন :	অনুবাদ : মরহুম মৌলভী মোহাম্মাদ ও মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক	১
হাদীস শরীফ :	অনুবাদ : মাওলানা সালেহ্ আহমদ	৩
অমৃতবাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : নাজির আহমদ ভূঁইয়া	৫
জুমু'আর খোৎবা :	হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : নাজির আহমদ ভূঁইয়া	৮
বিশ্বগ্রাসী অবক্ষয় ও প্রতিকার :	মোহতরম জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী ন্যাশনাল আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া	১৪
একটি ঐশী-প্রতিশ্রুত আন্দোলনের রূপরেখা—(৩৫) :	মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৭
মহিলাঙ্গণ :	অনুবাদ : নাজির আহমদ ভূইয়া	২১
যুবকদের কথা :	মোহাম্মদ আবদুল হাদী	২৪
ছোটদের পাতা—৯ :	উপস্থাপনায়—'নানা ভাই'	২৭
শেষ ডাক (কবিতা) :	সালেহ উদ্দিন চৌধুরী	২৯
ঐক্যের উদাত্ত আহ্বান :	মোহতারম জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী ন্যাশনাল আমীর বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া	৩০
ওরা আলোহারা (কবিতা) :	শাহ্ মোস্তাফিজুর রহমান	৩৭
সার্কুলার পত্র :	এডিশনাল উকিলুল মাল	৩৯
আপনার স্বাস্থ্য :	শেখ আহমদ গণী	৪১
আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায় উৎপীরণের শিকার প্রসঙ্গে :	মোহাম্মদ আবদুল জলিল	৪৫
আপত্তিগুলির জবাব জানা থাকা উচিত :	কাওসার আহমদ	৪৬
একটি চিঠি :	মোহতারম জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী ন্যাশনাল আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া	৪৭
সম্পাদকীয় :		

জরুরী এলান

তাং ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৮৭

—অনুগ্রহ করে যথাশীঘ্র সালানা জলসার চাঁদা পাঠিয়ে জলসার কাজে সহযোগীতা করুন।

—সাধারণভাবে প্রত্যেক চাঁদাদাতা সদস্য/সদস্যার লাজেমী কেন্দ্রীয় সালানা জলসার চাঁদার সমপরিমাণ ঢাকা জলসার চাঁদা হিসাবে আদায় করুন।

—আসন্ন সালানা জলসার প্রথম দিনের অধিবেশন ইনশাআল্লাহ্ সকাল সাড়ে নয়টা থেকে শুরু হবে।

এ, কে, রেজাউল করীম
সেক্রেটারী,
৬৫তম সালানা জলসা কমিটি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ্ ম দী

নব পর্যায়ে ৪১শ বর্ষ : ১৫শ সংখ্যা

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৮৭ইং : ১৫ই ফাতাহ্, ১৩৬৬ হিঃ শামসী : ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৯৪ বাংলা

তরজমাতুল কুরআন

সূরা আল নাহ্ল—১৬

৬৭। এবং তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সমূহের মধ্যেও শিক্ষনীয় বিষয়াবলী আছে, আমরা তোমাদিগকে পান করাই তাহা হইতে যাহা কিছু তাহাদের উদরে আছে—গোবর ও রক্তের মধ্য হইতে—বিশুদ্ধ দুগ্ধ যাহা পানকারীদের জন্য পরম সুপেয়।

৬৮। এবং খেজুর বৃক্ষের কতক ফল ও আঙ্গুর হইতে তোমরা মাদকদ্রব্য এবং উত্তম রিয্ক প্রস্তুত করিয়া থাক, নিশ্চয় ইহাতে ঐ সকল লোকের জন্য নিদর্শন আছে যাহারা বিবেক বুদ্ধি খাটায়।

৬৯। এবং তোমার রব্ব্ মৌমাছির প্রতি ওহী করিলেন যে, তুমি পর্বতমালা ও বৃক্ষ-সমূহে এবং তাহারা (মানুষেরা) যে মাচাসমূহ প্রস্তুত করে উহাতে গৃহ নির্মাণ কর,

৭০। অতঃপর প্রত্যেক প্রকার ফল হইতে কিছু কিছু খাও এবং তোমার রব্বের সহজ পথ সমূহে চল; উহাদের উদর হইতে এক প্রকার পানীয় বস্তু নির্গত হয় যাহার বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন, যাহাতে মানুষের জন্য আরোগ্য রহিয়াছে, নিশ্চয় ইহার মধ্যে ঐ জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে যাহারা চিন্তা করে।

৭১। এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে মৃত্যু দেন এবং তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও আছে যাহাদিগকে জীবনের নিকৃষ্টতম অবস্থায় ফিরাইয়া দেওয়া হয়, যাহার ফলে জ্ঞানের পর পুনরায় সে জ্ঞানহারা হয়, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান। ৯ম রুকু'

৭২। এবং আল্লাহ্ তোমাদের কতককে অন্য কতকের উপর রিয্কের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু যাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হইয়াছে তাহারা নিজেদের অধিকারভুক্ত

লোককে স্বীয় রিয্‌ক ফেরত দিতে আদৌ প্রস্তুত নহে যাহার ফলে তাহারা সকলেই উহাতে সমান সমান হইয়া যায় ; ইহা সত্বেও কি তাহারা আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে অস্বীকার করিতেছে ?

৭৩। এবং আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য তোমাদেরই সত্তা হইতে। তোমাদেরই মত অনুভূতি সম্পন্ন) জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের জন্য জোড়া হইতে পুত্র ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি তোমাদিগকে পবিত্র বস্তু হইতে রিয্‌ক দান করিয়াছেন, তবুও কি তাহারা অলীকে বস্তুর উপর ঈমান আনিবে এবং আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহ অস্বীকার করিবে ?

৭৪। এবং তাহারা আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করিয়া এমন বস্তুর 'ইবাদত করিতেছে আসমান সমূহ ও যমীন হইতে তাহাদিগকে রিয্‌ক দেওয়ার যাহাদের কোন অধিকার নাই এবং কোন ক্ষমতাও তাহাদের নাই।

৭৫। অতএব (হে মুশরিকগণ !) তোমরা আল্লাহর জন্য সদৃশ বর্ণনা করিও না ; নিশ্চয় আল্লাহ্‌ জানেন এবং তোমরা জান না।

৭৬। আল্লাহ্‌ এমন এক বান্দার উপমা প্রদান করিতেছেন যে গোলাম, যাহার কোন বিষয়ের উপর কোন শক্তি নাই ; অপরদিকে এমন এক (স্বাধীন) ব্যক্তির (উপমা) যাহাকে আমরা নিজ সকাশ হইতে উত্তম রিয্‌ক দিয়াছি এবং সে উহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে, এই দুই ব্যক্তি কি সমান ? সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র ; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না।

৭৭। এবং আল্লাহ্‌ এমন দুই ব্যক্তিরও উপমা বর্ণনা করিতেছেন যাহাদের একজন বোবা, যাহার কোন বিষয়েই কোন শক্তি নাই এবং সে তাহার মালিকের উপর বোঝা স্বরূপ ; তাহার মালিক তাহাকে যেদিকেই পাঠায় সে কোন কল্যাণ লইয়া আসে না, সে এবং ঐ ব্যক্তি কি সমান হইতে পারে যে ন্যায় বিচারের আদেশ দেয় এবং সে স্বয়ং সঠিক সুদৃঢ় পথে অতিষ্ঠিত আছে ? ১০ম রুকু'

'পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী আসিয়াছে, পৃথিবী তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই, কিন্তু খোদা তাহাকে গ্রহণ করিবেন এবং মহাশক্তিশালী আক্রমণসমূহ দ্বারা তাহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবেন। আমি তোমার প্রতি এরূপ আশিস বর্ষণ করিব যে, বাদশাহ্‌ তোমার বস্ত্র হইতে কল্যাণ অন্বেষণ করিবে।

—ইলহাম – হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)

(আল-ওসিয়্যত, ১৯০৫ ইসাব্দ)

হাদিস শরীফ

গিরিয়াযারী (আল্লাহ্‌র দরবারে কান্নাকাটি)

ক্বুরআন

و يخرون للاذقان يبكون و يزيدهم خشوعا (بنی اسرائیل ایت نمبر ۱۱۰)

অর্থাৎ এবং তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে মুখমণ্ডলের উপর মাটিতে পড়িয়া যায় এবং ইহা (ক্বুরআন) তাহাদিগকে বিনয়ে বাড়াইয়া দেয়। (সূরা বানী ইসরাঈল : ১১০ আয়াত)

হাদীস :—

عن ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن فى الضرع ولا يجتمع غبار فى سبيل الله و دخان جهنم -

তরজমা : হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন—

সে ব্যক্তি কখনও জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না যে আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হইয়া অশ্রুপাত করিতে থাকে এমনকি (শিশুর ক্রন্দনে যেমন মায়ের) স্তনে পুনরায় দুধ চলিয়া আসে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় ধুলিকনা এবং জাহান্নামের আগুন একত্রিত হইতে পারে না।

ব্যাখ্যা :

খোদার ভয়ে ভীত ও কম্পিত হৃদয়ে যখন খোদার দরবারে বিগলিত চিত্তে কেহ অশ্রু বিসর্জন করে, তখন খোদার রহ্‌মত ও ফযল উদ্বেলিত হয়। খোদার স্নেহ ও মমতা মানবজাতির জন্য মাতৃস্নেহের চেয়েও অধিকতর, শিশুর কান্নায় যেমন মায়ের স্তনে দুধ চলে আসে এবং মা শিশুকে নিজের বুকে জড়িয়ে নেয় ঠিক তদ্রূপ ভাবে খোদা তাঁর বান্দাদেরকে অধিকতর স্নেহের পরশে নিয়ে আসেন। যে ব্যক্তি খোদার রাস্তায় ধূলিময় হয় অর্থাৎ কিছু কষ্ট ভোগ করে তাকেও তাঁর স্নেহ ও পুরস্কার হতে বঞ্চিত করেন না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন

سلیقہ نہیں تجھ کو رونے کا - ورنہ بڑے کام کا ہے یہ اشکوں کا پانی

অর্থাৎ কিভাবে কাঁদতে হয় তা তোমরা জাননা নতুবা এই চোখের পানি দ্বারা বহু কিছু করা যায়।

সুতরাং হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর অনুসারীগণ তোমরাও তোমাদের চোখের পানি দ্বারা নিজেদের সিজদাগাহ্ ভিজিয়ে দাও এবং খোদার ফযল ও রহ্‌মতকে লাভ কর।

হযরত আব্দুল করীম সাহেব শিয়ালকোটি (রাঃ) কে কেউ জিজ্ঞাসা করল—আপনি তো প্রখ্যাত আলেম, সুবক্তা, কুরআন এবং হাদীসের জ্ঞানে সমৃদ্ধ এবং খোদার ভয়ে ভীত থাকতেন তবুও আপনি মির্যা সাহেবের বয়'আত কেন করলেন? তিনি বলেন—আমি আগে বক্তৃতা দ্বারা লোকদেরকে কাঁদাতাম কিন্তু নিজে কাঁদতে জানতাম না। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আমাকে তা শিখিয়েছেন। তিনি আরেক জায়গায় বলেন—আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কে নামাযে তাহাজ্জুদে এভাবে কাঁদতে দেখেছি যেভাবে একজন স্ত্রীলোক প্রসব বেদনায় কাতর হয়। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের হৃদয়ে অনুরূপ খোদাভীতি সৃষ্টি করুন।

তাহাজ্জুদ নামায

কুরআন:

ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا o
(بنى اسرائيل ايت نمبر ٨٠)

এবং তুমি নিশীথে উঠিয়া ইহা দ্বারা তাহাজ্জুদ আদায় কর (ইহা) তোমার জন্য নফল (অতিরিক্ত 'ইবাদত) স্বরূপ, ইহাতে নিশ্চিত প্রত্যাশা যে তোমার রব্ব তোমাকে এক বিশেষ প্রশংসনীয় মর্যাদায় উন্নীত করিবেন।" (সূরা বানী ইসরাঈল: ৮০ আয়াত)

হাদীস:

يا ايها الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا والناس نيام (ترمذى)

তরজমা: হে মানবজাতি! তোমরা ক্ষুধার্তদের খাদ্য দাও এবং সালামকে (নিজেদের মধ্যে) প্রসারতা দান কর এবং নামায পড় এমতাবস্থায় যখন অন্যান্য লোকেরা নিদ্রামগ্ন থাকে।

ব্যাখ্যা: মদিনা মনওয়ারাতে হিজরত করার পর হযরত রসূল করীম (সাঃ) সর্বপ্রথম মুসলমানদের উপরোক্ত আদেশ দেন। হযরত রসূল করীম (সাঃ) উপরোক্ত তিনটি জিনিসের উপর জোর দিয়েছেন—যেমন, ক্ষুধার্তকে অন্ন দান, সালামের প্রসার এবং তাহাজ্জুদ নামায, যার উপর আমল করে একটি সুন্দর ও আদর্শ সমাজ গড়ে তোলা যায়। আজও মুসলমানরা যদি উপরোক্ত আদেশ পালন করে তাহলে তারা তাদের হরানো সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে যা এককালে মুসলমানদের ঐতিহ্য ছিল এবং যার উপরে আমল করে মুসলমানরা সভ্যতার চরম শিখরে পেঁৗছে গিয়েছিল। কিন্তু মুসলমানরা যখন তাদের ঐতিহ্য এবং রসূলের (সাঃ) আদেশ ভুলে গেল তখন তারা অধঃপতনের এবং ধ্বংসের কিনারায় পেঁৗছে গেল। প্রকৃত মুসলমান সমাজের কাঠামো হলো সেখানে সর্বত্র শান্তি বিরাজ করবে, সেই সমাজে কেউ ক্ষুধার্ত থাকবে না, হিংসাবিদ্বেষ ও কলহ থাকবে না, পরনিন্দা হবে না, অপরের প্রতি স্নেহ ও ভালবাসা থাকবে সে সর্বদা খোদাকে স্মরণ রাখবে উপরোক্ত আদেশের উপর আমল করার ফলে দেখা যায় যে, যে রাতে উঠে খোদার 'ইবাদত করবে সে খোদার রহমতের ও ফযলের অধিকারী হবে। সে সর্বদা খোদার ভয়ে ভীত থাকবে। যে অপরকে সালামের তোহ্‌ফা দিবে সে কখনও অপরের অমংগল চাইবে না এবং যে ক্ষুধার্তদের খাবার খাওয়াবে সে সর্বদা অন্যের দুঃখে দুঃখিত হবে এবং সকলের কল্যাণে মগ্ন থাকবে। যদি কারও মধ্যে উপরোক্ত গুণাবলীর সৃষ্টি হয় তবে সে সত্যিকারের একজন আদর্শ মুসলমান হবে। এবং যে সমাজে এই সমস্ত গুণাবলী অধিকতর প্রাধান্য লাভ করবে সেই সমাজ এক আদর্শ সমাজে পরিণত হবে। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের মধ্যে এই গুণাবলী সৃষ্টি করুন।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৪। মসীহ্ ইব্‌নে মরিয়মের জন্য জিহাদের আদেশ ছিলনা। হযরত মূসার ধর্ম এই কারণে ইউনানী ও রোমানদের দৃষ্টিতে খুবই নিন্দনীয় হইয়া গিয়াছিল যে, তাহারা ধর্মের উন্নতির জন্য যে কোন অজুহাতে তলোয়ার ধারণ করিত! বস্তুতঃ আজও তাহাদের পুস্তক সমূহে মূসার ধর্ম সম্বন্ধে সদা সর্বদা এই আপত্তি রহিয়াছে যে, তাঁহার আদেশে ও তৎপর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত খলীফা য়াশু'র আদেশে কয়েক লক্ষ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে হত্যা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দাউদ ও অন্যান্য নবীগণের যুদ্ধ-বিগ্রহ গুলিও এই আপত্তিকে জোরদার করিতেছিল। সুতরাং মানব প্রকৃতি এই কঠোর আদেশকে বরদাশ্‌ত করিতে পারিল না। যখন অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উপরোক্ত ধারণা চরম সীমায় গিয়া পৌঁছিল তখন খোদাতা'লা এইরূপ একজন নবী প্রেরণ করিতে চাহিলেন, যিনি কেবলমাত্র সন্ধি ও শান্তির মাধ্যমে ধর্মকে বিস্তার দান করিবেন এবং তওরাতের উপর হইতে অন্যান্য জাতির সমালোচনা দূর করিবেন। অতএব উক্ত সন্ধি ও শান্তির নবী ছিলেন ঈসা ইব্‌নে মরিয়ম।

৫। হযরত ঈসার সময়ে সাধারণভাবে ইহুদী আলেমদের চালচলন অত্যন্ত বিকৃত হইয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের কথা ও কাজে সঙ্গতি ছিলনা। তাহাদের নামায ও রোযা কেবলমাত্র রিয়াকারীতে (লোক দেখানো) পূর্ণ ছিল। এই সকল মর্যাদা-লোভী আমলে রোমক শাসনের অধীনে এইরূপ দুনিয়ার কীট হইয়া গিয়াছিল যে, প্রতারণা, আত্মসাৎ প্রবঞ্চনা, মিথ্যা-সাক্ষ্য, মিথ্যা ফত্‌ওয়া ইত্যাদি দ্বারা জাগতিক স্বার্থ সিদ্ধির মধ্যেই তাহাদের সকল শক্তি নিয়োজিত ছিল। কেবলমাত্র সাধুবেশ ধারণ, বড় বড় জুব্বা ছাড়া তাহাদের মধ্যে এক বিন্দু পরিমাণ আধ্যাত্মিকতাও অবশিষ্ট ছিলনা। তাহারা রোমক সরকারের কর্মকর্তাদের নিকট হইতেও মর্যাদা লাভের খুব অভিলাসী ছিল এবং বিভিন্ন ধরণের জোড়াতালি এবং মিথ্যা খোশামোদের দ্বারা তাহারা সরকারের নিকট হইতে

সম্মান ও কিয়ৎ পরিমাণে শাসন ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল। যেহেতু পার্থিব স্বার্থ ছাড়া তাহাদের মধ্যে আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না, সেহেতু তওরাতের উপর আমল করিতেন আকাশে যে মর্যাদা লাভ করা যাইত ইহা সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণরূপে বেপরোয়া হইয়া পার্থিবতার কীটে পরিণত হইয়া গিয়াছিল এবং সকল গৌরব তাহারা জাগতিক মান-মর্যাদার মধ্যেই নিহিত মনে করিত। এই কারণেই মনে হয় যে, রোমক সম্রাটের তরফ হইতে নিয়োজিত ঐ দেশের গভর্ণরের উপর তাহাদের কিছুটা প্রভাবও ছিল। কেননা তাহাদের বড় বড় দুনিয়াসক্ত মৌলবী দূর দূরান্ত সফর করিয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎও করিত এবং সরকারের সহিত তাহারা সম্পর্ক স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিল। তাহাদের অনেক ব্যক্তি সরকারের বৃত্তিভোগীও ছিল। এই সুবাদে তাহারা নিজদিগকে সরকারের বড় খয়েরখা বলিয়া বেড়াইত। এই জন্য যদিও তাহারা এক দিক হইতে সরকারের ছাপোষা ছিল; কিন্তু খোশামোদের মাধ্যমে তাহারা সম্রাট ও তাঁহার বড় বড় কর্মকর্তাগণের নিকট নিজেদের সম্বন্ধে অত্যন্ত সুধারণা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল। এই চালবাজীর দরুণই তাহাদের আলেমরা সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণের নিকট সম্মানিত বলিয়া বিবেচিত হইত এবং মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। যাহা হউক, গালিলের অধিবাসী ঐ বেচারা, যাঁহার নাম ঈসা ইবনে মরিয়ম, তাঁহাকে এই সকল দুষ্কৃতি-পরায়ন লোকের দরুণ খুবই নাজেহাল করা হইয়াছিল। তাঁহার মুখে কেবলমাত্র থুথুই দেওয়া হয় নাই, বরং গভর্ণরের নির্দেশে তাঁহাকে বেত্রাঘাতও করা হইয়াছিল। চোর-বদমাশদের সহিত তাঁহাকে জেলে দেওয়া হইয়াছিল, যদিও তাঁহার এক বিন্দু পরিমাণ অপরাধও ছিল না। ইহা সরকারের তরফ হইতে কেবলমাত্র ইহুদীদের সন্তুষ্টির জন্য করা হইয়াছিল। কেননা সরকারের কর্ম-পদ্ধতির এই নীতি যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে খাতির করিতে হইবে। সুতরাং ঐ গরীব বেচারার কে ধার ধারিত? ইহাই ছিল আদালত, যাহার ফল এই হইল যে পরিশেষে তাঁহাকে ইহুদী মৌলবীদের নিকট সোপর্দ করা করা হইল এবং তাহারা তাঁহাকে ক্রুশে চড়াইয়া দিল। খোদা, যিনি আসমান ও যমীনের প্রভু, তিনি এইরূপ আদালতের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করেন। কিন্তু আক্ষেপ এই সকল সরকারের প্রতি, যাহারা আকাশের খোদার প্রতি দৃষ্টিপাত করেনা। এইরূপ কথিত আছে যে, এই দেশের গভর্ণর পিলাত সস্ত্রীক হযরত ঈসার শিষ্য ছিলেন। তিনি তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিতে চাহিতেছিলেন! কিন্তু দুর্দান্ত ইহুদী আলেমরা পার্থিব কারণে সম্রাটের নিকট কিছুটা সম্মানীত ছিল। তাহারা পিলাতকে এই বলিয়া ধমক দিল যে, যদি তুমি এই ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান না কর, তাহা হইলে আমরা সম্রাটের নিকট তোমার বিরুদ্ধে নালিশ করিব। তখন সে ভীত হইয়া পড়িল। কেননা সে কাপুরুষ ছিল এবং স্বীয় উদ্দেশ্যে দৃঢ় থাকিতে পারে নাই। এই ভীতি এই জন্যই তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল, কেননা কোন কোন সম্মানিত ইহুদী আলেম সম্রাট পর্যন্ত নিজেদের যোগাযোগ স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারা গোপনে সম্রাটকে এই সংবাদ দিত যে এই ব্যক্তি

একজন ফাসাদ সৃষ্টিকারী এবং সরকারের নেপথ্য দুশমন এবং সে একটি দল গঠন করিয়া সম্রাটের উপর আক্রমণ করিতে চাহিতেছে। বাহ্যিকভাবে এই অসুবিধাও ছিল যে, এই সাদাসিধা গরীব মানুষটির সহিত সম্রাট ও তাঁহার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণের কোন যোগাযোগ ছিল না এবং রিয়াকার (যাহারা লোক দেখানের জন্য কাজ করে) ও দুনিয়াদার লোকদের ন্যায় তাঁহাদের সহিত তাঁহার কোন পরিচয় ছিল না। তিনি খোদার উপর ভরসা রাখিতেন। কিন্তু অধিকাংশ ইহুদী আলেম নিজেদের দুনিয়াদারী, চালবাজী এবং খোশামোদের মাধ্যমে সরকারের অভ্যন্তরে শিকড় গাড়িয়া ফেলিয়াছিল। তাহারা সরকারের প্রকৃত বন্ধু ছিল না। কিন্তু মনে হইতেছে যে সরকার নিশ্চয় এই ধোকায় পড়িয়া গিয়াছিল যে, তাহারা সরকারের বন্ধু। এই জন্য তাহাদের খাতিরে খোদার এক নিষ্পাপ নবীকে সর্ব প্রকারে লাঞ্ছিত করা হইয়াছে। কিন্তু যিনি আকাশ হইতে অবলোকন করিতেছেন এবং যিনি মানব হৃদয়ের মালিক, তাঁহার দৃষ্টি হইতে এই সকল দুষ্কৃতিপরায়ণ গুপ্ত ছিল না। শেষ পরিণতি এই হইল যে, হযরত ঈসা আলাইহেস সালামকে ক্রুশে চড়াইয়া দেওয়ার পর খোদা তাঁহাকে মৃত্যু হইতে বাঁচাইলেন এবং তিনি করুণাও হৃদয়ে বাগানে যে, দো'আ করিয়াছিলেন খোদা তাঁহার ঐ দো'আ মঞ্জুর করিলেন, যেমন লিপিবদ্ধ আছে যে, যখন মসীহ্ দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিলেন যে এই খবিস ইহুদীরা তাঁহার প্রাণের দুশমন এবং তাঁহাকে রেহাই দিবে না, তখন তিনি রাত্রিকালে একটি বাগানে যাইয়া বিগলিতচিত্তে ক্রন্দন করেন এবং প্রার্থনা করেন যে, হে ইলাহী, যদি তুমি মৃত্যুর এই পেয়ালা আমার নিকট হইতে সরাইয়া নিতে চাও তাহা তোমার পক্ষে অসম্ভব নহে। তুমি যাহা চাও তাহাই কর। এই বিষয়ে আরবী ইঞ্জিলে এই কথা লেখা আছে, فبكى بدموع جارية تتقوّى فسمع ربه و عبراته تتحدر على خديه অর্থাৎ ঈসা মসীহ্ এত ক্রন্দন করিলেন যে, দো'আ করিতে করিতে তাঁহার মুখ মণ্ডল অশ্রুসিক্ত হইয়া গেল এবং ঐ অশ্রু পানির ন্যায় তাঁহার তাকওয়ার কপোলে বহিতে লাগিল। তিনি ভীষণ ক্রন্দন করিলেন এবং যারপরনাই ব্যাথাতুর হইলেন। তখন তাঁহার তাকওয়ার দরুন তাঁহার দো'আ গৃহীত হইল এবং খোদার ফযল কিছু উপকরণ সৃষ্টি করিল, যাহাতে তাঁহাকে ক্রুশ হইতে জীবিত নামানো হইল। অতঃপর তিনি সঙ্গোপণে মালীর বেশে ঐ বাগান হইতে, যেখানে তাঁহাকে কবরে রাখা হইয়াছিল, বাহির হইয়া পড়েন এবং খোদার আদেশে অন্য দেশের দিকে প্রস্থান করেন। তাঁহার সহিত তাঁহার মাতাও গমন করেন, যেমন আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين অর্থাৎ ক্রুশের এই বিপদের পর আমরা মসীহ্ ও তাঁহার মাতাকে এইরূপ একটি দেশে পৌঁছাইয়া দিলাম, যাহার ভূমি ছিল অত্যন্ত উচ্চ, পানি ছিল বিশুদ্ধ এবং যাহা ছিল বড় আরামপ্রদ স্থান। হাদীসে রহিয়াছে যে, এই ঘটনার পর ঈসা ইব্‌নে মরিয়ম একশত বিশ বৎসর আয়ু লাভ করেন এবং তৎপর মৃত্যু বরণ করিয়া খোদার সহিত গিয়া মিলিত হন এবং পরপারে পৌঁছিয়া ইয়াহিয়ার সমমর্যাদাভুক্ত হন। কেননা তাঁহার ঘটনা এবং ইয়াহিয়া নবীর ঘটনা পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত ছিল। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, তিনি পুণ্যবাণ মানুষ ছিলেন এবং খোদার নবী ছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে খোদা বলা কুফর। তাঁহার মত লক্ষ লক্ষ মানুষ পৃথিবী হইতে অতিবাহিত হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতে হইবেন। খোদা কাহাকেও সম্মানিত করিতে কখনো ক্লান্ত হন নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবেন না।

অনুবাদ : নাজির আহমদ ভূইয়া

জুমুয়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[৮ই মার্চ, ১৯৮৫ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে ফজলে প্রদত্ত]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(এই খুতবার পূর্বাংশে হুযূর আকদাস (আইঃ) বলেন, পাকিস্তান সরকারের শ্বেত-পত্রে আহ্‌মদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে এই অপবাদ আরোপ করা হয় যে, তাহারা কাশ্মীরের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছে ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। কিন্তু ইতিহাস ইহার ঠিক বিপরীত কথা বলে। অন্য কোন ইসলামী জামা'ত বা ধর্মীয় জামা'ত কাশ্মীরের স্বাধীনতার জন্য এত অধিক সেবা ও খেদমত সম্পাদন করে নাই যতখানি সেবা ও খেদমত আহ্‌মদীয়া জামা'ত করিয়াছে। কাশ্মীরের জেহাদে আহ্‌মদীয়া জামা'তের "ফোরকান বাহিনী" উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। কিন্তু প্রথম যখন হযরত মোসলেহ্‌ মাওউদ (রাঃ) কাশ্মীরের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র জেহাদের ঘোষণা করেন, তখন গ্রামের আহ্‌মদীরা বিষয়টি সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া উক্ত জেহাদের জন্য নিজেদের নাম পেশ করে নাই। এমতাবস্থায় যিনি হযরত মোসলেহ্‌ মাওউদ (রাঃ)-এর পয়গাম লইয়া গ্রামে গিয়াছিলেন তিনি বলেন, তোমরা উঠ! এবং ইসলাম জাহানের জন্য কোরবাণী পেশ কর। —অনুবাদক)

খুতবার দ্বিতীয়াংশে হুযূর আকদাস (আইঃ) বলেন :—

ঐ সময় যিনি পয়গাম লইয়া গিয়াছিলেন তিনি বলেন, একজন মহিলা দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'আমিতো অবাক হইয়া গিয়াছি এবং আমিতো সরমে মারিয়া যাইতেছি যে যুগ খলীফার পয়গাম আসিল, কিন্তু তোমরা চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। আমার একটি মাত্র পুত্র আছে। আমি তাহাকে পেশ করিতেছি এবং এই দো'আর সঙ্গে পেশ করিতেছি যে, খোদা, তাহাকে শহীদ করিয়া দাও এবং তাহার মুখ দেখার নসীব যেন আমার না হয়।' আহ্‌মদী মায়েরা এই আত্ম-মর্যাদাবোধ দেখাইয়াছিল। বস্তুতঃ হযরত মোসলেহ্‌ মাওউদ

নাওয়ারাল্লাহ্ মরকাদহু তাঁহার বক্তৃতায় এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলেন, 'দেখ, যখন এই কথা আমার কানে আসিল তখন, খোদার কসম, আমার হৃদয় হইতে এই আওয়াজ বাহির হইল যে, হে খোদা! যদি তুমি এই মহিলার পুত্রের শাহাদাত অবধারিত করিয়া থাক, তাহা হইলে আমি নিবেদন জানাইতেছি যে আমার পুত্রকে নিয়া নাও এবং এই মায়ের পুত্রকে তাহার নিকট ফিরাইয়া দাও।'

ইহাই হইল আহ্‌মদীয়া জামা'তের সদস্যগণের আবেগ, যাহারা কাশ্মীরের স্বাধীনতার জন্য জেহাদ করিয়াছিল। তোমরা এখন আসিয়া হাযির হইয়াছ এবং বড় বড় কথা বলিতেছ। তোমাদের পুত্ররা ঐ সময় কোথায় ছিল? কোথায় ছিল আতাউল্লাহ্ শাহ্ বোখারীর পুত্ররা? কোথায় ছিল মৌলবী মওদুদীর পুত্ররা ও তাহার অনুচরবৃন্দ? ইহারা তো জেহাদের ময়দান হইতে বহু ক্রোশ দূরে বসিয়া রহিয়াছিল। ইহাদিগকে কেহ কখনও জেহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হইতে দেখে নাই। হযরত মোসলেহ্ মাওউদ নাওয়া রাল্লাহ্ মরকাদাহু কেবলমাত্র জেহাদের ঘোষণা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বরং কার্যতঃ তিনি নিজ পুত্রকে কাশ্মীর ফ্রন্টে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা রণক্ষেত্রে যারপরনাই কষ্ট স্বীকার করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমাশায়ে আক্রান্ত হইয়াছিল। কেহ কেহ অনাহারে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু হযরত মোসলেহ মাওউদ (রাঃ) কঠিন ব্যধির দরুনও তাহাদিগকে ফিরিয়া আসিতে দেন নাই। আমার স্মরণ আছে, কোন কোন ছেলে তাহাদের অশেষ কষ্টের কথা ব্যক্ত করিয়াছিল। তাহাদের অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। পরিস্থিতি খুবই প্রতিকূল ছিল। তাহাদের কেহ কেহ রক্তামাশয়েও আক্রান্ত হইয়াছিল। তাহারা লিখিল যে, আমাদিগকে ফিরিয়া আসার অনুমতি দিন। হযরত মোসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) বলিলেন, না, তোমাদের যে অবস্থাই হউক না কেন, তোমাদিগকে সেখানেই থাকিতে হইবে এবং দেশ ও ধর্মের সেবা করিতে হইবে। বস্তুতঃ এইরূপ অবস্থায় আহ্‌মদীয়া জামা'তের এই নিঃস্বার্থ খেদমত দেখিয়া কোন কোন খোদা-ভীরু অ-আহ্‌মদীও এই বিষয়টি অনুভব করিয়াছিলেন এবং তাহারা এই ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়াছেন। এই সাক্ষ্য আমাদের নিকট মওজুদ আছে। শিয়ালকোটের 'জমায়াতুল মাশায়েখ' এর প্রেসিডেন্ট হাকিম আহ্‌মদ দীন সাহেব তাঁহার পত্রিকা "কায়েদে আজম" এ ১৯৪৯ সালের জানুয়ারীতের লিখেন:—

"বর্তমানে সকল মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে আহ্‌মদীদের কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের ভূমিকা শীর্ষস্থানীয়। তাহারা পূর্ব হইতেই সুসংগঠিত। নামায, রোযা ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাহারা নিয়মানুবর্তি। এই দেশ ছাড়াও বহিঃদেশেও তাহাদের প্রচারকরা আহ্‌মদীয়াত প্রচারে সফল হইয়াছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুসলীম লীগকে কৃতকার্য করার জন্য আহ্‌মদীয়া জামা'তের অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা ছিল। কাশ্মীরের জেহাদে যে নিষ্ঠা ও একগ্রতার সহিত আহ্‌মদীয়া জামা'ত আজাদ কাশ্মীরের মোজাহেদদের কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া অংশগ্রহণ করিয়াছে

ও কোরবানী করিয়াছে, আমাদের মতে মুসলমানদের অন্য কোন সম্প্রদায় এই যাবৎ এইরূপ নির্ভীকতা ও দৃঢ়তার সহিত তাহা করে নাই। এই সকল কাজের জন্য আমরা আহ্‌মদী যুবুর্গগণের প্রশংসা করি ও তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাই। আমরা দো'আ করি, আল্লাহতা'লা তাঁহাদিগকে দেশ ও ধর্মের আরও অধিক খেদমত করার তওফিক দান করুন।"

ঐ সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তৎকালীন কমাণ্ডার ইন-চীফ্‌ ফোরকান বাহিনীকে খুবই চমৎকার ভাষায় প্রশংসা-পত্র প্রদান করেন এবং ফোরকান ব্যাটালিয়ানের নওজোয়ান-দিগকে একটি সার্টিফিকেট প্রদান ফরেন। উক্ত সার্টিফিকেটে অতি চমৎকার ভাষায় তাহাদের খেদমতের কথা উল্লেখ করা হয়। ইহা একটি দীর্ঘ সার্টিফিকেট। ইহা হইতে দুইটি উদ্ধৃতি আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করিতেছি। সার্টিফিকেটে তিনি লিখেন :—

"আপনাদের ব্যাটালিয়ান সমাজের সর্বস্তরের লোকের সমন্বয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী (প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবী নিজ ব্যয়ে সৈনিকের দায়িত্ব পালন করিতেছিল। তাহারা কেহ বেতনভোগী ছিল না—খোৎবা প্রদানকারী)। ইহাতে নওজোয়ান কৃষক, ছাত্র, শিক্ষক, ব্যবসায়ী সকলেই পাকিস্তানের খেদমতের আবেগে বিভোর ছিল। আপনারা স্বেচ্ছাসেবক-রূপে নিঃস্বার্থভাবে প্রাণের কোরবানী পেশ করিয়াছেন। আপনারা কোন পরিশ্রমিক দাবী করেন নাই এবং কোন প্রকার খ্যাতি লাভের বাসনাও আপনাদের মধ্যে ছিল না। আপ নাদের দায়িত্বে কাশ্মীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্ট ন্যাস্ত করা হইয়াছিল। আপনাদের উপর আমাদের যে আস্থা ছিল, তাহা আপনারা খুব শীঘ্রই পূর্ণ করিয়া দেখাইলেন। যুদ্ধে দুশমনদের খুব বিশাল স্থল ও বিমান বাহিনীর মোকাবেলায় আপনারা নিজেদের ভূমির এক ইঞ্চিও হাতছাড়া না করিয়া নিজেদের দায়িত্ব অতি সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়াছেন।"

বর্তমান পাকিস্তান সরকারের দৃষ্টিতে আজ যাহারা পাকিস্তান, ইসলাম ও ইসলামী দেশ সমূহের প্রতি বিশ্বাসঘাতক, ইহাই হউক তাহাদের কাহিনী। তাহা হইলে তোমরাও এইরূপ বিশ্বাসঘাতক করিয়া দেখাও।

আত্মোৎসর্গকারী আহ্‌মদী মিলিটারী অফিসারদের মর্মান্তিক চরিত্র হনন :

অন্ততঃপক্ষে সামরিক সরকারের নিজেদের সৈন্যদের সম্মান করাতো উচিত ছিল, বিশেষ করিয়া ঐ সকল সৈন্যদের যাহাদিগকে 'সেতারায়ে কায়েদে আজম' এবং 'হেলালে জুরাত' এর ন্যায় খেতাবে ভূষিত করা হইয়াছে এবং যাহাদের বীরত্বের কাহিনী পাকিস্তানের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু আফ্‌সোস, আহ্‌মদীয়াতের দুশমনীতে অন্ধ হইয়া দেশ ও ধর্মের জন্য দৃষ্টান্ত বিহীন আত্মোৎসর্গকারীদের নামেও আজ কলঙ্ক আরোপ করা হইতেছে এবং চার পয়সা মূল্যের সংবাদ পত্রে দুই পয়সা মূল্যের লোকদের দ্বারা প্রবন্ধ লেখানো

হইতেছে যে, সকল আহ্‌মদী মিলিটারী অফিসাররা বিশ্বাসঘাতক ছিল। কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে সেদিন পর্যন্ত যে কথা বলা হইতেছিল, তাহা ঐতিহাসিক সত্য। তোমরা তাহাও একটু শুনিয়া রাখ।

জেনারেল আখতার হোসেন মালেক, জেনারেল আবদুল আলী মালেক এবং আমাদের অন্যান্য জেনারেল ও সেনাবাহিনীর সদস্য সম্বন্ধে পত্র-পত্রিকায় এইরূপ আজে বাজে প্রবন্ধ লেখানো হইতেছে যে, মানুষ অবাক হইয়া যায় যে, বিরুদ্ধাচরণে ইহারা কিরূপ পাগল হইয়া গিয়াছে; বস্তুতঃ জেনারেল (অবসর প্রাপ্ত) সরফরাজ খান, হেলালে জুরাত, পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। বহুকাল পূর্বেই তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি নিজ অতীত স্মৃতির ভিত্তিতে পাক-ভারত যুদ্ধ সমূহের পর্যালোচন করিতে গিয়া লাহোরস্থ "জং" পত্রিকার ১৯৮৪ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর সংখ্যায় লিখেন: –

"আখতার মালেক যে সুকৌশলে ছম্ব আক্রমণ করেন, উহাকে গৌরবোজ্জল বিজয় ছাড়া অন্য কোন নাম দেওয়া যাইতে পারে না। তাঁহার অবস্থান এইরূপ ছিল যে, তিনি সম্মুখে অগ্রসর হইয়া জড়িয়া দখল করিতে পারিতেন। কেননা ছম্বের পর শত্রুরা পর্যুদস্ত হইয়া গিয়াছিল এবং জড়িয়া খালি করার জন্য তিনি কেবলমাত্র পাক-বাহিনীর সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু এইরূপ হইতে দেওয়া হইল না। কেননা ইয়াহিয়া খানকে পাকাপোক্ত ভাবে বসানোর এবং বিজয়ী মুকুট তাহার শীরে স্থাপন করার পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ক্ষতি কাহাদের হইল? ভারতকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া দেওয়ার সুযোগ হাত ছাড়া হইয়া গেল।"

ইহারা হইল আহ্‌মদী বিশ্বাসঘাতক (?)। এই বিষয়ে পাকিস্তানের বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে যাহা কিছু প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সব কিছু উপস্থাপন করার সময় নাই। আমি সংক্ষেপে কেবলমাত্র এই সংবাদ পত্রগুলির নাম বলিয়া দিতেছি। "জং" পত্রিকা লাহোর, ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪ইং, মাসিক "হেকায়েত" এপ্রিল ১৯৭৩ইং, সাময়িকী "আল-ফাত্তাহ্‌," ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬ ইং, "জং" পত্রিকা ১২ই এপ্রিল, ১৯৮৩ইং এই সকল ঘটনা সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে "মকতুবা আলীয়া" আইবেক রোড, লাহোর কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক "ওয়াতেন কে পাঁচবান" এ ইসলামের এই পাকিস্তানী আহ্‌মদী বাহাদুরদের বীরত্ব ও পরাক্রমের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। ইহা একজন আহ্‌মদীর দেশ-প্রেমের আবেগ ও মাতৃ ভূমির জন্য কুরবানীর উজ্জ্বল প্রমাণ। যাহা হউক, "জং" পত্রিকা ইহার ১৯৮৩ইং সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় লিখিতেছে যে, ভারতের জন্য জেনারেল আখতার মালিক এইরূপ মারাত্মক বিপদের কারণ ছিল যে, প্রধান মন্ত্রী শাস্ত্রী স্বয়ং ভারতীয় বিমানবাহিনী প্রধানকে এই মর্মে নির্দেশ দিলেন, মেজর জেনারেল আখতার হোসেন মালিক যেন কোন অবস্থাতেই বাঁচিতে না পারে। ইহাতো অনেক পুরাতন পত্রিকা নহে: মাত্র দুই বৎসর পূর্বেকার পত্রিকা।

যে সুরেশ কাশ্মীরী সমগ্র জীবন আহ্‌মদীয়াতের বিরুদ্ধাচরণে বিনষ্ট করিল, তাহার হৃদয়ের অবস্থার কথা শ্রবণ করুন। যখন ইসলামের জন্য, বা মুসলমানদের জন্য, বা নিজেদের মাতৃভূমির জন্য আহ্‌মদীরা ময়দানে গিয়া যুদ্ধ করে তখন তাহা এতই সুন্দর দেখায় এবং উক্ত ময়দানে তাহারা এইরূপে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, দুশমনেরাও 'সাবাস' 'সাবাস' বলিতে বাধ্য হইয়া পড়ে। যদিও পরে তাহারা অনিবার্য ভাবে গাল-মন্দ করিতে থাকে, তথাপি যাহা হৃদয়ের আওয়াজ, যাহা সত্য কথা, তাহাতো হৃদয় হইতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাহির হইয়া পড়ে। অতএব সুরেশ কাশ্মীরী ঐ সময়ে যখন জেনারেল আখতার মালিকের মহান ভূমিকা পর্যবেক্ষন করেন, তখন তিনিও এই কথা বলিতে বাধ্য হইয়া পড়িলেন যে :

"দেহেলী সর জমীন নে পুকারা হ্যায় সাথিও
আখতার মালিক কা হাত বাটাতে হুয়ে চলো
গঙ্গা কি ওয়াদীয়োঁ কো বাতা দো কে হাম হ্যায় কোন্
যমুনা পে জুলফিকার চালাতে হুয়ে চলো।"

(উপরোক্ত উর্দ্দু কবিতাটির অর্থ : হে সাথীরা! দিল্লীর মাটি আমাদিগকে ডাক দিতেছে। আখতার মালিকের হাত মজবুত করিতে করিতে চলো। গঙ্গার সমতল ভূমির অধিবাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, আমরা কে। যমুনায় আলীর তলোয়ার চলাইতে চালাইতে অগ্রসর হও। অনুবাদক)

যখন রণক্ষেত্র সরগরম ছিল তখন সুরেশ কাশ্মীরী অন্য কোন জেনারেলকে দেখিতে পান নাই, যাহার হাতকে মজবুত করিতে করিতে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার কথা তিনি বলিতে পারিতেন দিল্লীর মাটি যাহাকে ডাক দিয়াছিল, সে ছিল আহ্‌মদী মায়ের পুত্র। এই আহ্‌মদী বিদ্বেষী ব্যক্তি রণক্ষেত্রে আহ্‌মদী বাহাদুরকেই দেখিতে পাইতেছিল। আখতার মালিক বেচারাতো পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের এতটুকু বিবেকও নাই। তাহারা তাঁহার মাজারকে লাঠি পেটা করিতেছে। তিনিতো ছিলেন পাকিস্তানের একজন মহান দেশ প্রেমিক জেনারেল। তাঁহার বীরত্ব ও যোগ্যতা জগতব্যাপী স্বীকৃত। এবার আসা যাক জেনারেল আবদুল আলী মালিকের কথা। তিনিতো অবসর প্রাপ্ত জীবন যাপন করিতেছেন। কিন্তু তিনি যখন ইসলামী দেশের ইসলামী সরকারের এই চেলা চামুণ্ডাদিগকে তাঁহাকে পাকিস্তানের বিশ্বাসঘাতক এবং ইসলামী দেশসমূহের দুশমন বলিতে শুনেন, তখন তাঁহার মনের অবস্থা কি হইতে পারে? এই সেদিনও আবদুল আলী মালিক তোমাদের হিরো ছিল। যখন গোটা চবিন্দা বিপদগ্রস্ত ছিল, মাত্র চবিন্দাই নয়, বরং যখন গোটা সেক্টর মারাত্মকভাবে বিপদগ্রস্ত ছিল এবং তাঁহার উপরস্থ জর্ণেল তাঁহাকে নির্দেশ দিতেছিলেন যে, যেহেতু তুমি কোন অবস্থাতেই প্রতিরোধ করিতে পারিবে না,

কাজেই পশ্চাদপসরণ কর, তখন এই আবদুল আলী মালিকই বলিতেছিলেন, "যদি আমি পশ্চাদপসরণ করি তাহা হইলে পাক-বাহিনীর জন্য রাওয়ালপিণ্ডি পর্যন্ত কোন আশ্রয়স্থল থাকিবে না। কাজেই যদি মরিতে হয় আমি এইখানেই মরিব। আমি এক ইঞ্চিও পিছনে হটিব না।" এই সময় যখন আল্লাহ্‌তা'লা বিজয় দান করিলেন তখন কেবলমাত্র সেনাবাহিনীর লোকই নহে, বরং বড় বড় আলেম ও বুজুর্গগণও বলিয়া উঠিলেন যে, একেই বলে যোদ্ধা এবং ইহাই হইল জেহাদ। বস্তুতঃ পাকিস্তানের মজলিসে ওলামায়ের আহ্‌বায়ক আল-হাজ্ব মাওলানা ইরফান রুশ্‌দী সাহেব তাঁহার পুস্তক "মারেকা হক ও বাতেল" এর ৭৩ পৃষ্ঠায় লিখেন :—

"কর রাহা থা গাজীয়ু কি জব কামাল আবদুল আলী
থা ছফুমে মেছলে তুফান রাওয়া আবদুল আলী।"

(উপরোক্ত পঙতির অর্থ : আব্দুল আলী যখন গাজীদের পূর্ণ শৌর্য্য ও বীর্য্য প্রদর্শন করিতেছিলেন, তখন সারিতে ভয়াবহ তুফান সদৃশ ছিল আবদুল আলী। অনুবাদক)

এই সেই দিনও আবদুল আলী তুফান-সদৃশ ছিল। আজ তোমাদের ধমনীতে মিথ্যা তুফান প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। ইহাদের কোন বিবেক নাই, কোন অনুতাপ নাই, কোন লজ্জা নাই যে, ইহারা কি বলিতেছে এবং কাহার বিরুদ্ধে কথা বানাইয়া বলিতেছে। (ক্রমশঃ)

[লণ্ডন হইতে এডিশনাল নাযারত, এশায়াত ও ওকালত তসনীফ কর্তৃক ১৯৮৫ সনের সেপ্টেম্বরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত]

অনুবাদ : নাজির আহ্‌মদ ভুঁইয়া

ইউ নাইটেড চা মানেই ভাল চা
ইউনাইটেড টি কোঃ
UNITED TEA COMPANY DHAKA
ইউনাইটেড চা স্বাদে, গন্ধে ও তৃপ্তিতে অতুলনীয়
বাগানের সেরা চায়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠান
১০৩, দক্ষিণ মুগ্ধাপাড়া, ঢাকা-১৪

বিশ্বগ্রাসী অবক্ষয় ও প্রতিকার

মহাপবিত্রের ডাকে

শীত মওসুমের শুরুতেই অথিতি পাখীর আগমনে এ দেশের আকাশ জমজমাট হয়ে উঠে। কতকাল হতে এদের আগমন তা হয়ত নির্ণয় করা যাবে না। তবে বাংলাদেশ হওয়ার কয়েক বছর পর হতে শীত মওসুমের শুরু থেকে এদেশের শহর বন্দর এমন কি গ্রাম গঞ্জের আনাচে-কানাচে শত শত ওরস শরীফের আগমন বার্তায় মুখর হয়ে ওঠে। অনেক ওরসের কথা পত্রিকাদিতে এবং রেডিও, টিভিতেও প্রচারিত হয়। যে সব তথাকথিত বুজুর্গাণে দ্বীনের নামে ওরশ ডাকা হয় বা মাজার শরীফকেই জমজমাট করে তোলা হয়, তাদের নামের আগে পিছে এত সব দ্বীনি টাইটেল থাকে যে নামের সন্ধান পাওয়া দুরূহ হয়ে উঠে। এমন কি কোন বিজ্ঞাপনে হুযূর কেবলার নামও থাকে না—থাকে শুধু টাইটেলের বহর বা বাহার। যতটুকু জানতে পেরেছি নাম না থাকার কারণ— সাধারণ লোকে তাদের নাম উচ্চারণ করলে বড় রকমের বেয়াদবি হয়। নামের পরিবর্তে কোন কোন ক্ষেত্রে স্থানের নাম দিয়ে হুযূরকে বুঝানো হয়—যেমন আক্কেলপুরি, গোসাইপুরী ইত্যাদি। তাদের সাগরেদদের যখন বলা হয়— নবী রসূল, সাহাবা, ওলি আওলিয়াদের তো নাম নেওয়া হয়. এবং ক্বুরআন হাদীসেও তাঁদের অনেকের নামের উল্লেখ আছে। আপনাদের হুযূররা কি তাঁদের চেয়ে বড়? তাদেরকে যখন আরো জিজ্ঞেস করা হয় একই স্থানে একাধিক হুযূর জন্ম নিলে বা কর্ম জীবন যাপন করলে তখন 'অমুক পুরী' দিয়ে কাকে বুঝাবেন? তখন আমতা আমতাতে তাদের জবাব শেষ হয়। অথচ হযরত আদম (আঃ)কে আল্লাহ্ নামই শিখালেন প্রথম। যারা এসব বিজ্ঞাপন বা বড় বড় রাস্তার মোড়ে ঝুলন্ত কাপড়ে বড় বড় অক্ষরে লিখিত. এডভারটাইছমেন্ট তথা ব্যানারগুলো সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে দেখলে দেখতে পাবেন 'মহাপবিত্র' ওরশ শরীফ বলে উল্লেখ আছে। এ মহপবিত্রের প্রচারে যারা সক্রিয় এমন কিছু বন্ধু বান্ধবকে এর রহস্য ও তাৎপর্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করে সন্তোষজনক জবাব পাই নি। কেউ বলেছেন—হুযূরদের ব্যাপারে এরূপ প্রশ্ন জাগা বা তোলাও বেয়াদপির শামেল। এ নিয়ে পত্র পত্রিকায় চিঠি লিখেও কোন উত্তর পাই নি। তবে লক্ষ্য করেছি এসব চিঠির প্রতিক্রিয়াতেই হয়ত মহাপবিত্র লিখার হিড়িকটা স্তিমিত হয়ে আসছে। তবে রোগটা এখনও পুরাপুরি সেরেছে বলা যায় না। যাক সে কথা।

পবিত্র মহাপবিত্রের আলোচনায় আসা যাক। কোন কিতাব বা স্থানকে পবিত্র বলার [যেমন পবিত্র ক্বুরআন, হাদীস বা পবিত্র মক্কা মদীনা] প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারলে আমরা প্রভূতভাবে উপকৃত হতে পারি। তেমনি এর অপব্যবহারের মারাত্মক অপকার [যেমন বিনা পুঁজিতে ও আয়কর মুক্ত ব্যবসা ফাঁদা] হতে নিজেকে ও সামাজিক পরিবেশকে রক্ষা করতে পারি। কোন কিতাব পবিত্র এর অর্থ এই নয় যে ঐ কিতাব গৃহে

রাখলে বা এটিকে খুব তামিজ তোয়াজ করলেই ঐ গৃহ বা গৃহবাসী আপছে পবিত্র হয়ে যাবে।

যদি এরূপ হতো তবে মুসলমানদের গৃহ কেন সারা বিশ্ব ও বিশ্ববাসীকে পবিত্র করা সহজ হয়ে যেতো। সবদেশে এবং দুনিয়াবাসির ঘরে ঘরে কুরআন হাদীস পৌঁছে দিলেই হতো। অথচ বাস্তবে দেখা যায় যারা এসবের ধারক বাহক তাদের অনেকেই অপবিত্রতায় আচ্ছাদিত হয়ে আছে। এমনটি কেন হচ্ছে তা তলিয়ে দেখবার সময় দ্রুত উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আসল কথা হলো ওসব কিতাবে যে শিক্ষা, নীতি ও আদর্শের কথা আছে ওসবের সাথে আমাদের আন্তরিক ও সক্রিয় সংযোগ থাকা চাই। তা হলেই আমাদের ব্যক্তিত্বে ও চরিত্রে ওসবের প্রতিফলন ঘটবে। আমরা পাক পবিত্র হবো যার ফলে আমাদের পরিবেশেও পবিত্র পরিবর্তন সূচিত হবে। তেমনি ভাবে কোন স্থানকে এজন্য পবিত্র বলা হয় যে ওখানে গেলে এমন কোন আদর্শ বা ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় যাঁর আদর্শ ও আমলের সাথে আন্তরিক ও সক্রিয় সংযোগ দ্বারা নিজের জীবনকে পবিত্র করা যায়। তা না হলে ওস্থানে সারাজীবন বসবাস করেও অনেকেই অপবিত্র জীবনের চূড়ান্ত পর্যায়ে থেকে যায়। বর্তমানেই শুধু নয় ইতিহাসে এর ভূরিভূরি উদাহরণ রয়েছে। এ নিয়ে কথা না বাড়ায়ে মহাপবিত্রের আলোচনায় যাওয়া যাক।

মহাপবিত্রের দিকে আহ্বানের তাৎপর্য দু'দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। (১) সমাজের সব মানুষই পবিত্র হয়ে গেছে। তবে অর্জিত পবিত্রতায় আটকে থাকলে বা এতেই তুষ্ট থাকলে চলবে না। মানুষের জন্যকোন স্থবীরতাই [তা পবিত্রতা প্রসূতই হউক না কেন] কাম্য নয়। তাকে এগিয়ে যেতে হবে, এগিয়ে যেতে হবে বিরামহীনভাবে। তাই তাকে অর্জিত পবিত্রতার পরিধি ছিন্ন করে আরো আরো এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে রুঢ় বাস্তবতা ভিন্ন কথা বলে, বিপরীত চিত্র তোলে ধরে। মানুষ যেন জীবন হতে পবিত্রতার শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলতে বদ্ধপরিকর। এ নিয়ে আলোচনা বাড়ানোর প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। সমাজ জীবন মস্তানদের 'আশীর্বাদে' পস্তানির শেষ সীমায় পেঁাছে গেছে তা চোখে আংগুল দিয়ে দেখানোর কোনই প্রয়োজন নেই। সামান্যতম সুস্থ চিন্তার ব্যক্তির জন্যও অবস্থা মর্মবিদারী হয়ে পড়েছে।

(২) মহাপবিত্রের দ্বিতীয় তাৎপর্য হলো—যে সকল উপাদান উপকরণের সংযোগ সংস্পর্শ মানুষকে পবিত্র করতো সে সব ব্যর্থ হয়েছে। তাই ওসবের চেয়ে বড় কিছু ধরতে হবে। সুতরাং পবিত্রের স্থলে মহাপবিত্রের আহ্বান জানানো হচ্ছে। অন্য কথায় ইতিপূর্বে উল্লেখিত ওরশ সংক্রান্ত পোষ্টার, ব্যানার যে সবের মাধ্যমে মহাপবিত্রের আহ্বান জানানো হয় ওগুলো যেমন পবিত্র কুরআন হাদীস মক্কা মদীনা এসবের তুলনায় (নাউযুবিল্লাহ্) অনেক বেশী কার্যকর। জানিনা ওরশের উদ্যোক্তারা বা এসবের সাথে জড়িত ওলামারা এর কি জবাব দিবেন? তাদের নবী সদৃশ্য হওয়ার কি বাস্তব সাক্ষ্য পেশ করবেন? আমরা ইতিপূর্বে প্রকাশিত কয়েকটি লিখায় কিছু এবং বিশেষ করে 'খাতামান্নাবীঈন' বাস্তবতার নিরিখে'

প্রবন্ধে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাই এখানে শুধু বলতে চাই যে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) [হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)] অকাট্যভাবে প্রমাণ দিয়েছেন যে ক্বুরআন তার পবিত্রকরণ শক্তি বিন্দুমাত্রও হারায়নি। তিনি নিজের জীবনকে এর উজ্জল দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করেই ক্ষান্ত হন নি। 'সপ্তর্ষি মণ্ডল' হতে ঈমানকে ভূমণ্ডলে পুনর্বাসিত করতঃ এক পবিত্র জামা'ত কায়েম করেছেন। আন্তরিকতার সাথে এ জামাতের কর্মসূচী বাস্তবয়নে অংশ গ্রহণের অনুপাতেই মানুষ পবিত্র হচ্ছে। এপথ ছাড়া পবিত্র হওয়ার অন্য কোন বিকল্প পথ নেই।

মওশুমি অথিতি পাখীর আগমনের কথা দিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম। এ সব পাখীর আগমনে দেশের শোভা সৌন্দর্য ও সম্পদ বৃদ্ধি পায়, প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা পায়। পরিবেশ বজায় থাকে। এরা পোকা মাকড় খেয়ে ফসলের যথেষ্ট উপকার করে থাকে। এদের বিষ্ঠা জমির উর্বরা শক্তি বাড়ায়। এ মেহমান পাখীরা আমাদের উপর খরচ পাতির বোঝা চাপায় না। এরা মেজবান দেশে চায় একটু নিরুদ্রব ঠাঁই। অপরদিকে ওরশ পীরালীর দাবী মিটাতে দেশবাসিকে যা করতে হয় এর কিছুটা আভাস দেয়া যাক। ক্বুরআনি শিক্ষা ও আদর্শে, নবী করীম (সাঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদাগণের জীবনে এর কোন স্থান আছে বলে সন্ধান পাওয়া যায় না। অথচ ইসলামের নামেই এসবের প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। কোটি কোটি লোক এসবের আবর্তে ঘুরছে। কয়েক বছর পূর্বে খবর প্রকাশিত হয়েছিল একটি ওরশে উট ও গরু ছাগল মিলে ৬৫০০ (ছয় হাজার) পশু জবাই হয়েছিল। প্রতি বছর দেশের সব ওরশে জবাইকৃত পশুর সংখ্যা হয়ত লাখের কোটা ছাড়িয়ে যাবে। চাল, ডাল, মশল্লা, খড়ি এ সবের মূল্যের সাথে নজর নেয়াজ, মানত ও লোকের যাতায়াত খরচের কথা বিবেচনা করলে শত কোটি টাকার কম হবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া মিলাদ, ওয়াজ নছিহত, তফসীর এসবের খরচ পাতি হয়ত আরো শত কোটি টাকা হবে। আরো উল্লেখ্য যে এসব অনুষ্ঠানের জন্য সময় সামর্থ উৎসাহ উদ্দীপনাও যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজন হয়। অনেকে রোজি রোজগার বন্ধ রেখে এসবে হাজিরা দেয়। সর্বদিক বিবেচনা করলে ধর্মের জন্য এই গরীব দেশের লোকেরা কম ত্যাগ করছে বলা যায় না। কিন্তু এতে নেট ফল হচ্ছে কি? নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের অবক্ষয় রোধ হয়েছে কি? বরং অন্যায় অত্যাচার জোর যুলুমের ক্রম বর্দ্ধমান চাপে জাতির মেরুদণ্ড ভেংগে পড়ছে। ওয়াজ যেন আওয়াজেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। ওরশ পীরালী, খাজাবাবাদের কীর্তিকলাপের কিছু নমুনা ইদানিং পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এসব দেখেও কি দেশবাসী আত্ম জিজ্ঞাসা এড়িয়ে যাবেন? ধর্মের পবিত্র পিপাসা মিটাতে গিয়ে অধর্মের বিষপানে নিজেদেরকে তৃপ্ত করার নিষ্ফল প্রয়াস চালাবেন? বিশ্বগ্রাসী অবক্ষয়ের ইন্ধন যোগিয়ে যাবেন? ইসলাম তো অবক্ষয় রোধ করতে এসেছে। যারা এর দরজা প্রশস্ত করছে মোমেন কি কখনও তাদের সাথী হতে পারে—জাতির বিবেকের কাছে এ প্রশ্ন রইল।

—মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর, বাঃ আঃ আঃ

একটি ঐশী—প্রতিশ্রুত আন্দোলনের রূপরেখা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৩৫)

বিরুদ্ধবাদীদের জন্য কতিপয় নিদর্শন

পৃথিবীতে মানব-জাতির পথ-প্রদর্শনের জন্য যখনই কোন নবী, রসুল এবং ধর্ম-সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটেছে তখনই প্রথমাবস্থায় তাঁকে এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংগঠনকে প্রচণ্ড বিরোধিতার মোকাবেলা করতে হয়েছে। কিন্তু ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পরিণামে তাঁরা বিজয়ী হয়েছেন এবং বিরুদ্ধবাদীগণ শোচনীয়ভাবে পদে পদে পরাভূত হয়েছে। এভাবে সন্দেহাতীত রূপে সত্য ও মিথ্যা, আলোক ও অন্ধকারের মধ্যস্থিত পার্থক্য বাস্তব নিদর্শন-মূলক ঘটনাবলীর আলোকে প্রকাশিত হয়েছে। আল্লাহ্‌তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন: "ইয়া হাসরাতান আলাল এবাদ, মাইয়াতিহিম মির রাসুলিন ইল্লা কানুবেহি ইয়াস্‌তাহ্‌যেয়ুন।।" অর্থাৎ, "আমার বান্দাদের জন্য পরিতাপ! তাহাদের নিকট কোন রসুল আগমন করেন না যাহার প্রতি তাহারা হাসি-বিদ্রুপ করে না।" (সুরা ইয়াসিন: ৩১)।

আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন: "অতঃপর যখন তাহাদের (আলেমদের) নিকট রসুলগণ সুপ্রকাশিত দলিল-প্রমাণসহ আবির্ভূত হন, তখন তাহারা আত্ম-গরিমায় মত্ত থাকে। ফলত: হাসি-বিদ্রূপের বস্তু তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলে।" (সুরা মুমিন: ৮৪)।

এই চিরা-চরিত নীতি অনুযায়ী আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) ঐশী-নির্দেশে ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্‌ মাওউদ হওয়ার দাবী করার সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন উগ্রপন্থী ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের অনুসারীগণ তীব্র ভাবে বিরোধিতা শুরু করেন। আল্লাহতা'লার বিশেষ অনুগ্রহে এই সকল বিরুদ্ধবাদীগণ পরিণামে পরাভূত হয়েছে। ইসলামের প্রতিশ্রুত দ্বিতীয় মহা-জাগরণের ইতিহাসে এই সকল ব্যক্তি ভবিষ্যতের জন্য বিশেষ নিদর্শন রূপেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এরূপ কয়েকটি নিদর্শনের দৃষ্টান্ত নিচে উল্লেখ করা হলো:

(ক) মৌলবী মুহাম্মদ হুসেন বাটালবীর পরিণাম

পূর্ব পাঞ্জাবের অন্তর্গত বাটালা অঞ্চলের মৌলবী মুহাম্মদ হুসেন বাটালবী সাহেব ভারত-বর্ষের একজন প্রখ্যাত আহলে হাদীসপন্থী নেতা ছিলেন। মাহ্‌দী ও মসীহ্‌ হিসেবে দাবী করার পূর্ব পর্যন্ত হযরত মীর্যা সাহেব সম্পর্কে বাটালবী সাহেব তার 'ইশায়াতুস সুন্নাহ্‌' নামক পত্রিকায় ভূয়সী প্রশংসা করেছেন (উক্ত পত্রিকার ৭ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু হযরত মীর্যা সাহেবের উক্ত দাবীর পর হতে সর্বক্ষণ এবং সর্বতোভাবে বিরোধিতা করতে থাকেন এই বাটালবী সাহেব। এতদসত্ত্বেও আল্লাহতা'লার বিশেষ অনুগ্রহে হযরত মীর্যা সাহেবের দাবীর সত্যতা প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে মিথ্যা এবং অন্ধভাবে বিরোধীতার কারণে বাটালবী সাহেবের অধঃপতন ত্বরান্বিত হয়েছে এবং তিনি অত্যন্ত শোচনীয় ভাবে এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। হযরত মীর্যা সাহেব ঐশী-জ্ঞানের ভিত্তিতে তাকে বার বার সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর কথায় কর্ণপাত করেননি।

২০শে জুলাই ১৮৯১ ইং সনে লুধিয়ানায় মৌলবী বাটালবী সাহেবের সঙ্গে হযরত মীর্যা সাহেবের ১২ দিন ব্যাপী 'বাহাস' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বাহাসে বাটালবী সাহেব দীর্ঘ সময় যাবত শুধুমাত্র হাদীসের গুরুত্বের উপর আলোচনা করেন। কিন্তু হযরত মীর্যা সাহেব পবিত্র কুরআন ও হাদীস উভয়ের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন এবং বাস্তব নিদর্শন প্রকাশের জন্য দোয়ার মাধ্যমে সত্যাসত্য নিরূপণের চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। এরূপ সরাসরি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে বাটালবী সাহেব দিশেহারা হয়ে বাহাসের শর্তাবলী ভঙ্গ করে উত্তেজনা-মূলক কথাবার্তা এবং চীৎকার শুরু করেন। পরে পরিস্থিতি এরূপ দাঁড়ায় যে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জন-শৃংখলার কারণে তাকে শহর ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। অনুরূপভাবে হযরত মীর্যা সাহেব তাকে আরবী ভাষায় তফসির প্রণয়ন, নাতে রসুল (সাঃ) রচনা এবং কাসিদা লেখার জন্য চ্যালেঞ্জ করেন। কিন্তু এই সকল বিষয়ে তিনি অগ্রসর হতে পারেননি। আরো বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বাটালবী সাহেব বিরোধীতা করেন এবং নিজেই বারবার অপদস্থ ও অপমানিত হয়েছেন। মার্টিন ক্লার্কের মিথ্যা মামলায় (১৮৯৭ ইং) হযরত মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে গিয়ে অপমানিত হন। ক্রমান্বয়ে তার সম্পাদিত পত্রিকাটির প্রকাশনাও বন্ধ হয়ে গেল। পূর্বে যে সকল লোক তাকে দেখে সম্মান দেখাতো তারা বীতশ্রদ্ধ হয়ে যেতে লাগলো। একটি মসজিদে কয়েকটি বাচ্চাকে পড়িয়ে তিনি কোন রকমে দিনাতিপাত করতে লাগলেন। তিনি নিজেই তার পত্রিকায় লিখেছেন যে, তার জীবদ্দশায় তার দুই স্ত্রী এবং দশজন ছেলে-মেয়েদের সকলেই খারাপ হয়ে গেছে (ইশায়াতুস সুন্নাহ্‌, ২২শ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা)। পরিশেষে ১৯২০ সনে যখন তিনি বাটালায় নিঃসহায় অবস্থায় মারা যান তখন বাটালার অধিবাসীগণ তাদের কবরস্থানে তার লাশ দাফন করতে দেয় নাই। ফলতঃ তার লাশকে অনাত্র দাফন করা হয়। তিনি এক সময় বলেছিলেন যে, তিনি হযরত মির্যা সাহেবকে তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে উপরে উঠিয়ে-ছিলেন এবং তিনিই তাঁকে নীচে নামাবেন। কিন্তু তার সেই আস্ফালন চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। হযরত মির্যা সাহেব ঐশী-জ্ঞানের ভিত্তিতে তাকে অনেকবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা অগ্রাহ্য করেছেন। ফলে ইতিহাস তাকে ক্ষমা করেনি। তার শোচনীয় পরিণতি একথার জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করছে।

(খ) মৌলবী সৈয়দ নাযির হুসেন দেহলবীর বিরোধীতা

হযরত মির্যা সাহেব ১৮৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লী সফরকালে তাঁর দাবী সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের জন্য কতকগুলি ইস্তেহার প্রকাশ করেন এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর ওফাত সম্পর্কে মুবাহাসার জন্য আহ্বান জানান। তিনি ঘোষণা করেন যে, যদি এই বিষয়ের উপর অনুষ্ঠিত মোবাহেসায় তিনি ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হন তবে তিনি 'মসীহ্ মাওউদ' হওয়ার দাবী পরিত্যাগ করবেন। এই ঘোষণার পর দিল্লীর তৎকালীন প্রখ্যাত আলেম মৌলবী সৈয়দ নাযির হুসেন দেহলবী সাহেব এবং তাঁর প্রধান শিষ্য মুহাম্মদ হুসেন বাটালবী উভয়েই দিল্লীতে উত্তেজনামূলক অপপ্রচার করতে লাগলেন। ফলে উত্তেজিত জনতা একদিন হযরত মির্যা সাহেবের বাড়ীর চতুর্দিকে ঘেরাও করে শোরগোল এবং গালি-গালাজ শুরু করতে থাকে। উত্তেজিত জনতার চাপে মোবাহেসা তো দূরের কথা, হযরত মির্যা সাহেব বাড়ী হতে বের হতেই পারলেন না। এরূপ চাতুরীপূর্ণ কৌশলের কারণে হযরত মির্যা সাহেব ইস্তেহারের মাধ্যমে ঘোষণা করলেন যে, তিনি উত্তেজিত জনতার বাধার কারণে মৌলবীদের এক-তরফাভাবে ঘোষিত বাহাসে যোগদান করতে পারেননি। তিনি পুণরায় আহ্বান জানালেন যে, লিখিতভাবে "মসিহের মৃত্যু' সম্পর্কে তিনি বাহাস করতে প্রস্তুত। তিনি আরও জানালেন যে, যদি মৌলবী নাযির হুসাইন সাহেব কোন প্রকারেরই বাহাস করতে না চান, তবে কোন সভায় উক্ত বিষয়ে আমার যুক্তি-প্রমাণ শুনে আল্লাহ্‌তা'লার নামে তিনবার শপথ করে বলে দিন যে, এই সকল দলিল ঠিক নয় এবং সঠিক বিষয় এই যে হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) সশরীরে আকাশে উত্তোলিত হয়েছেন এবং পবিত্র কুরআনের আয়াত ও সহী হাদীসের স্পষ্ট উক্তি দ্বারা এটাই প্রমাণিত এবং তিনি ঐরূপেই বিশ্বাস করেন, তাহ'লে আল্লাহ্‌তা'লা এরূপ মিথ্যা সাক্ষ্য এবং সত্য-গোপন করার জন্য এক বছরের মধ্যে সমুজ্জ্বল নিদর্শন প্রদর্শন করবেন। তিনি ঐ ইস্তেহারে প্রত্যেক আয়াত ও প্রত্যেক হাদীসের জন্য পঁচিশ টাকা করে পুরস্কারের ঘোষণাও প্রদান করেন।

উপরোক্ত ঘোষণা অনুযায়ী ২০শে অক্টোবর (১৮৯২) দিল্লী জামে মসজিদে বাহাসের ব্যবস্থা করা হয়। ঐদিন মৌলবী নাযির হুসেন, মুহাম্মদ হুসেন বাটাবলী, মৌলবী আব্দুল মজীদ প্রমুখ আলেমগণ সমবেত হলেন এবং তাঁর "মসীহের ওফাত" সম্পর্কে আলোচনার পরিবর্তে মির্যা সাহেবের 'মসীহ্ মাওউদ' হওয়ার দাবী সম্পর্কে আলোচনা করতে চাইলেন। হযরত মির্যা সাহেবের সঙ্গে প্রথম মসীহের যুগের ন্যায় বারজন সাহাবী সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং সর্বক্ষণ তাঁকে পাহারা দিচ্ছিলেন। বিরুদ্ধবাদী মৌলবীদের একজন কর্তব্যরত খৃষ্টান পুলিশ অফিসারকে বললেনঃ এই ব্যক্তি মসীহ্ 'মাওউদ' হওয়ার দাবী করে এবং আমাদের উভয়কে বিপথগামী বলে মনে করে, কারণ হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়মকে আমরা উভয়ে আকাশে জীবিত আছেন বলে বিশ্বাস করি। এই ব্যক্তি মসীহের জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে মৌলবী নাযির হুসাইন সাহেবকে আলাপ করতে বলেন। আমরা বলি,

তার 'মসীহ্ মাওউদ' হওয়ার দাবী সম্পর্কে বাহাস করা হোক। পুলিশ অফিসারটি ব্যাপারটি সম্পর্কে উপস্থিত একজন আহ্‌মদী মোকাররম গোলাম কাদের ফসীহ্ সাহেবের সঙ্গে আলাপ করলে তিনি জানালেন যে, কোন পদ খালি না হওয়া পর্যন্ত অন্য কেহ উহা পেতে পারে না। তাই প্রথমে মসীহ্ (আঃ)-এর জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে কথাবার্তা হওয়া আবশ্যক এবং তারপর 'মসীহ্ মাওউদ' হওয়া সম্বন্ধে আলোচনা হবে। পুলিশ অফিসারটি এই অকট্য যুক্তি মেনে নিলেন এবং বিরুদ্ধবাদী মৌলবীদের জানালেন। কিন্তু তারা টাল-বাহানা করে এক প্রসঙ্গ হতে অন্য প্রসঙ্গের উপস্থাপনা করতে লাগলেন।

তারপর বিরুদ্ধবাদীগণ বলতে লাগলেন যে, তাদের মতে হযরত মীর্যা সাহেব মোযেযা, 'মেরাজ', মালায়কা ইত্যাদিতে বিশ্বাস করেন না, সেই জন্য তাঁর সঙ্গে কোন আলোচনা হতে পারে না। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় খাজা মোহাম্মদ ইউসুফ নামক একজন মুসলিম উকীল এবং আলী গড়ের অবৈতানিক ম্যাজিষ্ট্রেট সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মোযেযা, মেরাজ ইত্যাদি বিষয়ে হযরত মীর্যা সাহেবকে লিখিত ভাবে উত্তর দিতে বললেন। হযরত মীর্যা সাহেব লিখিত ভাবে জানালেন যে, তিনি পূর্ণভাবে মোযেযা, মেরাজ, খতমে নবুয়ত ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্বাস রাখেন। তিনি জানালেন যে, আসল মত-পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, বনী-ইস্রায়েলী নবী হযরত ঈসা (আঃ) রক্ত-মাংসের শরীর সহ অদ্যাবধি আকাশে জীবিত থাকার আকীদায় তিনি বিশ্বাস করেন না। কারণ পবিত্র কুরআন ও সহী হাদীস দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর জীবিত থাকার কোন সমর্থন-যোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি ঘোষণা করলেন যে, যদি নাযির হোসেন সাহেব হযরত ঈসা (আঃ)-এর সশরীরে আকাশে জীবিত থাকার সাক্ষ্য-প্রমাণ দিতে পারেন, তবে তিনি শুধু তাঁর সর্বপ্রকার দাবীই ত্যাগ করবেন না, সেই সঙ্গে ঐ বিষয়ের উপর সকল বই-পুস্তক পুড়িয়ে ফেলবেন। তিনি স্পষ্টভাবে জানালেন যে, তিনি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে সর্বান্তকরণে 'খাতামাননবীয়ীন' বলে বিশ্বাস করেন এবং যে ব্যক্তি এরূপ বিশ্বাস করে না তাকে তিনি ইসলামের গণ্ডির বহির্ভূত বলে মনে করেন।

কিন্তু এই সকল কথা উগ্রপন্থীরা শুনতে চাইল না এবং মৌলবী নযীর হোসেন সাহেব 'ওফাতে মসীহ্' সম্পর্কে কিছুতেই বাহাস করতে সাহস করলেন না। তিনি এবং তার সঙ্গীরা আরো উত্তেজনা সৃষ্টি করতে লাগলেন। তখন আইন-শৃংখলা-রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ লোকজনকে সরাতে লাগলেন। ইত্যবসরে মৌলবী নাযির হোসেন এবং তাঁর দলবল মসজিদ ছেড়ে চলে গেলেন। জনতার ভিড় কমে যাওয়ার পর হযরত মীর্যা সাহেব এবং তাঁর সঙ্গীগণ ঘোড়ার গাড়ীর জন্য দিল্লী মসজিদের উত্তর দিকের দরজায় আসলেন। কিন্তু ভাড়া করা গাড়িটা বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তিগণ তাড়িয়ে দিয়েছে। তখন তিনি পুলিশ প্রহারাধীনে তাদের গাড়ীতে উঠে জনতার আক্রমণের মধ্য দিয়ে কোন ক্রমে গৃহে চলে আসেন।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত বিরুদ্ধবাদী মৌলবী নাযির হোসেন (জন্ম ১৮০৫) মুঙ্গের জিলার অন্তর্গত সুরজগড়ের অধিবাসী ছিলেন, ১৮২৮ সালে দিল্লীতে আসেন, রাওয়াল পিণ্ডি জেলে এক বছর ছিলেন এবং ১৯০২ সালে মারা যান। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি "ওফাতে মসীহ্ সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে কখনই সাহস পাননি। (ক্রমশঃ)

—মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

মহিলাঙ্গণ ঃ

আহ্‌মদী মহিলাগণ বেপর্দেগীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করুন

হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে আইয়াদাহুল্লাহুতা'লা বেনাসরিহিল আজিজ এর রাবওয়ায় সালানা জলসা উপলক্ষে ১৯৮২ সনের ২৭শে ডিসেম্বর আহ্‌মদী মহিলাগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ ঃ

তাশাহুদ, তা'উয্‌ ও সূয়া ফাতেহা পাঠ করার পর হুযুর সূরা নূরের নিম্নে বর্ণিত আয়াত তেলাওয়াত করেন।

قل للمؤ منين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم ذ لك ازكى لهم - ان الله خبير بما يصنعون ٥ و قل للمؤ منت يغضضن من ابصار هن و يحفظن فروجهن و لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها و ليضربن بخمر هن على جيو بهن و لا يبدين زينتهن الا لبعو لتهن او ابا ئهن او ابناء بعو لتهن اوابنا ئهن او ابناء بعو لتهن ا وا خوا نهن او بنى اخوا نهن او بنى اخو تهن او نسائهن ا و ما ملكت ا يما نهن او التبعين غير ا و لى الا ربة من الر جال ا و الطفل الذ ين لم يظهرا و على عورات النساء - و لا يضر بن با ر جلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن - و تو بوا الى الله جميعا ايه المؤ منون لعلكم تفلحون ٥ (نور : ٣١—٣٢)

(সূরা নূর, আয়াত ৩১; ৩২)

এই আয়াতদ্বয়ের তরজমা ঃ—

"তুমি মু'মেনদিগকে বলিয়া দাও, তাহারা যেন নিজেদের চক্ষু অবনত করিয়া চলে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। ইহা তাহাদের জন্য অতি পবিত্রতার কারণ হইবে। তাহারা যাহা কিছু করে আল্লাহ্‌তা'লা ঐ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছেন। এবং মু'মিন মহিলাদিগকে বলিয়া দাও যে তাহারাও যেন নিজদের চক্ষু অবনত করিয়া চলে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, কেবলমাত্র ঐগুলি ছাড়া যাহা অনিচ্ছা সত্বে ও আপনা আপনিই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এবং তাহারা যেন নিজদের বক্ষ আবৃত করিয়া চাদর পরিধান করে। তাহারা কেবল নিজদের স্বামী অথবা নিজেদের পিতা অথবা নিজদের স্বামীদের পুত্র অথবা নিজেদের ভ্রাতা অথবা নিজেদের ভ্রাতাদের পুত্র অথবা নিজেদেয় ভগ্নীদের পুত্র অথবা নিজেদের সম-মর্যাদাসম্পন্ন মহিলা অথবা তাহাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের মালিক হইয়াছে অথবা এইরূপ অধীনস্থ পুরুষ যাহারা এখনও যুবক হয় নাই অথবা এইরূপ ছেলে যাহারা মহিলাদের

বিশেষ সম্পর্কের জ্ঞান অর্জন করে নাই—এইরূপ ব্যক্তিদের নিকট নিজদের সৌন্দর্য প্রকাশ করিতে পারিবে। এই সকল ব্যক্তি ব্যতীত আর কাহারো নিকট প্রকাশ করা চলিবে না। এবং নিজেদের পদদ্বয় (জমিনের উপর জোরে) এইজন্য ফেলিবেনা যাহাতে ঐ জিনিষ প্রকাশিত হইয়া পড়ে যাহাকে (তাহারা) নিজেদের সৌন্দর্য্যের মধ্যে আবৃত রাখিয়াছে। এবং হে মু'মিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি মনোযোগী হও, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইয়া যাও।"

তারপর হুযুর আকদাস (আইঃ) বলেন: ইহা ঐ আয়াত যাহাতে পর্দা সম্বন্ধে বিস্তারিত হুকুমের উল্লেখ করা হইয়াছে। আমার নিকট এই জন্য এই আয়াত তেলাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা হইয়া পড়িয়াছে যে আমি কিছুকাল যাবৎ অনুভব করিতেছি যে, ইসলামের উপর যে সকল অত্যন্ত বড় বিপদাবলী আপতিত হইতেছে, উহাদের মধ্যে বেপর্দেগী একটি বিপদ। বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন আকারে এবং বিভিন্ন বাহানায় এই বিপদ মুসলমান মহিলাগণের উপর আপতিত হইতেছে এবং পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে মুসলমান মহিলাগণ পর্দা পরিত্যাগ করিয়াছে। এমন কি কোন কোন মুসলিম দেশেতো এই ফতওয়াও দেওয়া হইতেছে যে, পর্দা হারাম। কিছুদিন পূর্বে লিবিয়ায় এই ফতওয়া প্রকাশিত হইয়াছে যে ইসলামের পর্দা নিষ্প্রয়োজনীয় নয় বরং ইহা হারাম এবং এখন হইতে কোন মহিলা পর্দা করিবেনা ও যাহারা করিবে তাহারা আইন ভংগকারী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। বস্তুতঃ যে সমস্ত মুসলমান দেশ যাহাদিগকে ইসলামের হেফাজতকারী মনে করা হইত, স্বয়ং ঐ সমস্ত দেশগুলিতেই এই মহামারী এইরূপ দ্রুত বিস্তার লাভ করিতেছে যে ইহা কেবল কুরআন করীমের হুকুম বিরোধীই নয়, বরং ইহা এই হুকুমকে সম্পূর্ণরূপে উল্টাইয়া দিতেছে! একমাত্র আহ্‌মদী মুসলমান মহিলাগণই অবশিষ্ট ছিল, যাহাদের নিকট হইতে এই প্রত্যাশা করা হইয়াছিল যে তাহারা এই ময়দানে জেহাদের উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবে এবং পলায়নকারীদের কদম রুখিবে বা প্রতিযোগীতায় জিতিয়া দেখাইবে। কিন্তু বড়ই আক্ষেপ ও দুঃখের সংগে এই কথা বলিতে হয় যে, আহমদী মহিলাগণ নিজেরাই এই ময়দানে দুর্বলতা প্রদর্শন করিতে শুরু করিয়াছে। ধীরে ধীরে বেপর্দেগীর এই মহামারী প্রসার লাভ করিতেছে। প্রথমে বড় বড় নগরগুলিতে ইহা শুরু হইয়াছে এবং পরে ছোট ছোট শহরগুলিতে ইহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ মনে হইতেছে যে, আমরা যেন এই জেহাদের ময়দানে প্রতিযোগীতায় হারিয়া যাইতেছি।

এই জন্য ইহা আমি উপলব্ধি করিয়াছি এবং বড় জোরের সহিত আল্লাহ্‌তা'লা আমার অন্তরে এই তাহ্‌রীক করিয়াছেন যে, আহ্‌মদী মহিলাগণ বেপর্দেগীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করুন। কেননা যদি আপনারাও এই ময়দান পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে দুনিয়াতে আর কোন্ মহিলা আছে যাহারা ইসলামী মূল্যবোধের হেফাযতের জন্য সম্মুখে অগ্রসর হইবে?

বেপর্দেগীর সমর্থনে বিভিন্ন বাহানা ও ওজর খুঁজিয়া বেড়ানো হয়। ইহার ইতিহাস লম্বা। কিন্তু আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে, যে চোরা দরজা দিয়া বেপর্দেগী সবচাইতে অধিক আঘাত হানিয়াছে উহা হইল চাদর। যে অর্থে ও যে উদ্দেশ্যে কুরআন করীমে চাদরকে পর্দা বলা হইয়াছে, ইহা এখন সম্পূর্ণ বিপরীত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইতেছে। ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, চাদরের পর্দা ইসলামী পর্দা হইতে পারে। কিন্তু কি অবস্থায় এবং কোন্ পর্যায়ে ইহা পর্দা বলিয়া গণ্য হইতে পারে উহার বিস্তারিত বিশ্লেষণ হওয়া প্রয়োজন।

সুতরাং কুরআন করীমে পর্দার যে সমস্ত নির্দেশ রহিয়াছে, এই সম্বন্ধে সবিস্তারে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। এই বিষয়টি আমি 'মজলিসে ইফ্‌তা'কে সোপর্দ করিয়াছিলাম এবং বিগত ছয় মাস যাবৎ এই বিষয়টি বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য বিবেচনাধীন ছিল। পর্দা সম্বন্ধে সমস্ত কুরআনী আয়াতগুলিকে একত্রিত করা এবং এই গুলির উপর চিন্তা-ভাবনা করা ছাড়াও সমস্ত সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলিকেও বিচার-বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। ইসলামের বিভিন্ন সময়ে পর্দা যে সমস্ত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, ঐগুলিও বিবেচনাধীন ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর লেখা হইতে সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতির উপর চিন্তা-ভাবনা করা হইয়াছে এবং 'খোলাফায়ে সেলসেলা আহ্‌মদীয়া' যেমন—হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল ও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) পর্দা সম্বন্ধে যে সমস্ত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, ঐগুলিও বিবেচনা করা হইয়াছে। এই সব কিছুই বিবেচনা করার পর ইহা সুস্পষ্ট হইল যে, বিভিন্ন সমাজে এবং উহাদের উন্নতির বিভিন্ন পর্যায়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এবং মানুষের প্রয়োজন এবং কোন্ সমাজের সাধারণ অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইসলাম বিভিন্ন প্রকারের পর্দার অনুমোদন করিয়াছিল? ইহা একটি সর্বজনীন ধর্ম। এই জন্য ইহা পর্দার সকল প্রকার সম্ভাব্য প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে। এমন কোনই দিকই নাই যাহা দুনিয়ার কোন জাতির উপর বর্তাইল, কিন্তু উহার জবাব কুরআন করীম ও নবী করীমের (সাঃ) সুন্নতে পাওয়া যায় না। যেমন আমাদের গ্রামাঞ্চলে চাদরের পর্দা প্রচলিত আছে। ইহাতে ঘোমটার ব্যবস্থা আছে এবং যতদূর সম্ভব ডানে-বামে চাদর জড়াইয়া দেহকে আবৃত করা হয়। এই জাতীয় পর্দার সাহায্যে লজ্জা-শরমের সহিত যাতায়াতকারীনি মহিলারা স্বামীদের জন্য রুটি পৌছানোর উদ্দেশ্যে ক্ষেত-খামারে যায়। ইসলামে ইহা কোন ব্যতিক্রম নয়। বরং ইহা ইসলামী পর্দার মূল কাঠামোর একটি অংশ। কুরআন করীমে এই সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। আঁ-হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই বিষয় সম্বন্ধে খুব পরিস্কার ভাবে বর্ণনা দিয়েছেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদও (আঃ)-এ আয়াতের আলোকে, যাহা আমি শুরুতে পাঠ করিয়াছিলাম, বলিয়াছেন যে, একটি পর্দা হইল যাহাতে শরীরের চীবুক পর্যন্ত সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণরূপে আবৃত করা হয় এবং মাথাকেও সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া দেওয়া হয়। এমন কোন প্রসাধন ব্যবহার করা উচিৎ নয় যাহার ফলে অযথা মন্দ ব্যক্তিদের দৃষ্টি প্রলুব্ধ হয়। এই সমাজের যে সকল মহিলা মান-মর্যাদার সহিত বিনা প্রসাধনীতে প্রয়োজনের খাতিরে বাহির হয়, তাহারা ইসলামী পর্দা পালন করে। তাহারা পর্দার কানুন পালন করে। ব্যতিক্রম তো উহাই, যাহা কানুনের পরিপন্থী। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহকারে বলেন যে, ইহা ঐ পর্দা, যাহা ইউরোপবাসীগণের জন্য বোঝা নয় এবং উহা কঠিনও নয়। কেননা তাহাদের সমাজে মহিলারা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে খুব বেশী অগ্রসর হইয়াছে এবং তাহারা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। এইজন্য তাহাদিগকে বাহির হইতে হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেন, যদি তথাকার মহিলারা এই জাতীয় পর্দা করে তাহা হইলে তাহারা তাহাদের পরিবেশে ইসলামী পর্দা পালন করে।

(ক্রমশঃ)

যুবকদের কথা

মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য

মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া অর্থাৎ আহ্‌মদীয়া যুব সংগঠন। বিশ্বব্যাপী এই সংগঠন আহ্‌মদীয়া জামাতের ১৫ বৎসর থেকে ৪০ বৎসর পর্যন্ত যুবকদেরকে নিয়ে গঠিত। আহ্‌মদীয়া জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাঃ) ১৯২৮ ইং সনের ১লা এপ্রিল কাদিয়ানে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাকালে তিনি বলেন, "যুবকদের সংশোধন ব্যতীত জাতি সমূহ সংশোধন হতে পারে না।" যতদিন পর্যন্ত যুবকগণ ধর্মের নীতিগুলি জ্ঞাত না হবে, এবং সে নীতির প্রতিষ্ঠা খোদার নবী ও তদীয় খলীফাগণ করে থাকেন, ততদিন পর্যন্ত এই সিলসিলা কখনো উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে না। এবং এই সংশোধনের উপায়—যুবকগণকে নিজেদের মধ্যে এরূপ 'রূহ্' সৃষ্টি করতে তাকিদ করা—যাতে ইসলাম তথা আহ্‌মদীয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য তারা লাভ করতে পারে।

এই সংগঠনের যুবকগণ পৃথিবীর সাধারণ লোকের মতই, তবে পার্থক্য শুধু এই যে, তারা কথায় যেমন কাজেও তেমনই। তারা ইসলামের সত্যের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে নিজেদের ইমামের অনুসরণ করে চলে। ইমামের কথায় উঠে, বসে এবং ইমামের আদেশেই নিজদের জান-মাল বিলিয়ে দেয়। তারা আত্মহারা হয়ে সত্যের পথে চলতে থাকে এবং যে পর্যন্ত না সফলতা লাভ হয়, সে পর্যন্ত তারা কাজে বিরতি দেয় না। খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার সদস্যদের উদ্দেশ্য হলো, আসল ইসলামী রঙ্গে তালীম ও তরবীয়ত প্রাপ্ত হওয়া, প্রত্যেক সদস্যের হৃদয়ে আল্লাহ্‌তা'লা এবং খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) এর জন্য ভালবাসা সৃষ্টি করা ও তাঁর শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ এবং অনুকরণ করা। নিজ হাতে কাজ করা, সরল জীবন যাপন করা, ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা, যুবকদের মধ্যে রীতিমত নামায পড়ার অভ্যাস করা, তবলীগের জন্য সময় উৎসর্গ করা, ইসলাম, দেশ ও আল্লাহ্‌তা'লার সৃষ্ট জীবনের সেবা করা, গরীব দুঃখীকে সাহায্য করা, কেবল নিজ ধর্মের গরীব দুঃখীকে নয়, বরং সকল জাতির দীন দরিদ্রকেই সাহায্য করা, যেন জগৎ উপলব্ধি করতে পারে, আহ্‌মদীদিগের চরিত্র কত মহৎ। বর্তমান বিশ্বে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, জাতিতে জাতিতে দলাদলি, মারামারি ও কাটাকাটি বহুকাল থেকেই লেগে আছে, সেইজন্য হযরত আমিরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ্ সানি (রাঃ) খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার সদস্যগণকে বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলেছিলেন, তারা যেন জাত বিচার না করে সকল জাতির লোককে সমান চোখে দেখে। বিপদাপদে তাঁদের সেবায় তৎপর হয় এবং নিজেদের স্বার্থ বলি দিয়েও অন্যের সাহায্য করে। ইহাই খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য। জাত বিচার ভুলিয়া অন্যকে সাহায্য করলে সকলের মন এই সংগঠনের দিকে আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। যখন এই সংঘ পূর্ণভাবে ও উদ্দমে কাজ করে বিজয় লাভ করবে, তখন জগৎ চমৎকৃত হবে এবং জগতে তাদের তুলনা থাকবে না।

খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার একটি বিশেষ এবং সর্বোৎকৃষ্ট নিয়ম হলো শৃংখলা মেনে চলা। পৃথিবীর ইতিহাস খুললেও দেখা যায়, যারা শৃংখলা মেনে চলেছে তারাই জয়লাভ করেছে এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি বলে দাবী করতে পেরেছে। এই মজলিসের সকল সদস্যকেই শৃংখলাবদ্ধ সৈনিকের মতো জামা'তের আমীর কিংবা প্রেসিডেন্ট, কায়েদ ও অন্যান্য উপরস্থদের কথা মতো চলতে হবে। যদিও আমীর ভুল আদেশ করেন তবু তাহার আদেশ শিরোধার্য। কারণ, মানা না মানার মধ্যে অনেক তফাৎ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, একদল ইংরেজ সৈন্য সর্দারের ভুল আদেশ করায় কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু ইহার ফলে কি হয়েছে? ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে শৃংখলার বীজ বপিত হয়েছে। সেই জন্য আজ তারা বড়, আজ পৃথিবীর সকল জাতিদের সেরা।

এরূপ আরও জলন্ত উদাহরণ আমাদের চোখের সামনে রয়েছে। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে একখানি জার্মাণ সামরিক বিমান এক বৃটিশ বিমানের পিছনে ধাবিত হয়েছিল। তাহাতে প্রায় পাঁচশত সৈন্য ছিল। ইহাতে বিমানটি এত ভারী হয়েছিল যে, তা দ্রুতবেগে ছুটে আত্মরক্ষা করার উপায় ছিল না। তখন কমাণ্ডার প্রায় দুইশত সৈন্যকে নেমে যেতে আদেশ দিলেন। তৎক্ষনাৎ প্রায় দুইশত সৈন্য ভূপাতিত হয়ে মৃত্যুকে বরণ করল। এতে বিমানটি পূর্বের চেয়ে অনেক হাল্‌কা হওয়ায় দ্রুতগতিতে চলে গেল। ফলে অবশিষ্ট প্রায় তিনশত সৈন্যের জীবন রক্ষা হয়। এ প্রসঙ্গে আরও একটি উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। সে মহাযুদ্ধে যখন কোন নদী পারে প্রায় ৪০ হাজার বৃটিশ সৈন্য জার্মানদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল, তখন তাদের নদী পার হয়ে জীবন রক্ষার কোন উপায় ছিল না। সেখানে নদীর উপর কোন প্রকার সেতু কিংবা ফেরী বা জল-যান না থাকায় বাধ্য হয়ে তাদের সকলকেই জার্মান সৈন্যের নিকট জীবন দিতে হতো। কিন্তু সেই মূহুর্তেই একজন প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ইংরেজ কমাণ্ডারের ইংগিতে প্রায় দশ হাজার সৈন্য পানিতে ঝাপ দিয়ে পরে সেতু আকারে পরিণত হল। অবশিষ্ট প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্য তাদের উপর দিয়ে চলে গিয়ে নদী পার হয়ে প্রাণ বাঁচাল। কি নিঃস্বার্থ তাদের চরিত্র, কত মহান তাদের আদর্শ! জগত তাদের নিকট হার মানবে না কেন?

ইসলামের ইতিহাসের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় ইসলামের বিজয় নিশান উড়েছিল কার উপর ভরসা করে? আমাদের আকা ও মওলা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কয়েকজন মাত্র সাহাবাকে নিয়ে বিরাট সৈন্য বহরের সাথে বিজয় লাভ করেছিলেন। সে দিকেও তলিয়ে দেখলে দেখা যায়, তাহার মুলে ছিল শৃংখলা ও আনুগত্য।

জাতীয় উন্নতির প্রচেষ্টার সময় ছোট বড়, অক্ষম, দুর্বল সকলেই যুবকগণ হতে এই প্রত্যাশা করে যে, তারা তাদের ফুটন্ত যৌবনের শক্তি ও সাহস নিয়ে জাতির উন্নতি ও

মংগলের জন্য চেষ্টা করবে এবং জাতীয় জীবনর দায়িত্ব উপলব্ধি করবে। ধৈর্য্য ও অধ্যবাসায় সহকারে জাতিকে গন্তব্যে পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে। কিন্তু দেশ বিজয়ের জন্য যেমন পূর্ব হতেই সেনা সংগঠন ও সৈন্যদের ট্রেনিং আবশ্যক, তদ্রুপ ধর্ম যুদ্ধের জন্যও যুবকগণের সংগঠন ও সুশিক্ষার প্রয়োজন এবং তাদের মধ্যে ইমান-জনিত এখলাস বা নিষ্ঠা, কষ্ট-সহিষ্ণুতা, ত্যাগ ও আজ্ঞানুবর্তীতার স্প্রিট বা স্পৃহা সৃষ্টি করা আবশ্যক। ইসলামের নিয়ম সেনাবাহিনীর নিয়ম হতে পৃথক নয়। সৈন্যেরা যেমন মার্চ করার সময় কমাণ্ডারের আদেশ মেনে চলে, সেরূপ প্রত্যেক মুসলমানও নামাযে ইমামের কথায় উঠে এবং বসে। নামায দ্বারা আমরা এই শিক্ষা পাই যে, নামাজের সময় যেমন ইমাম আমাদের সঙ্গে থাকেন সেরূপ নামায ছাড়াও ইমাম আমাদের নিকট হতে ভিন্ন নহেন, ইহাই ইসলামের শিক্ষা। এই শিক্ষার উপর ভিত্তি করে চললে বর্তমান মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার ইতিহাসও ইসলামের পূর্ব ইতিহাসের সঙ্গে একতালে মিলে যাবে। এতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নেই।

আমাদের প্রিয় ইমাম যুবকগণকে নিজেদের অবস্থা সংশোধন করতে এবং ধর্ম-সেবার উদ্দেশ্যে নিষ্ঠা ও অধ্যাবসায় অবলম্বন করতে উপদেশ দিয়েছেন। হে যুবকগণ! সাহসে কোমর বেঁধে নিজ প্রিয় ইমামের আদেশে 'লাব্বায়েক' বলে উঠ। সেই ইমামের আদেশে, যে ইমামের হস্তে তোমরা আপন ধন, প্রাণ সর্বস্ব বিক্রয় করেছ, যাঁর সহিত সম্পর্ক রেখে তোমরা দুনিয়া হতে মুখ ফিরিয়েছ, আত্মীয় স্বজন ও বাড়ী ঘর ছেড়েছ, উঠ এবং এই নিষ্ঠা প্রদর্শনে যেন কারো পিছনে না থাক, জীবন্ত ও জাগ্রত থাকার, কর্তব্য পরায়নতা ও দায়িত্ব জ্ঞানের প্রমাণ দাও এবং হুযূর (আইঃ) এর আদেশ অনুযায়ী 'হেযবুল্লাহ্' (ঐশী সেনাদল) সাজ। দায়ী ইলাল্লাহ্‌র সংগ্রামে আত্মনিয়োগ কর। ইসলাম ও আল্লাহ্‌তা'লার মহব্বত এবং পূণ্যবান ও সত্যবাদীর সাহস হৃদয়ে সৃষ্টি কর, জগতের হিত সাধনে ব্রত হও, মানব জাতির সেবার আগ্রহ হৃদয়ে পোষণ কর এবং আহ্‌মদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের নমুনা বা আদর্শ হও। তারপর দেখ, কেমন করে আল্লাহ্‌তা'লার সাহায্য তোমাদেরকে কৃতকার্য করে। (চলবে)

মোহাম্মদ আবদুল হাদী
ন্যাশনাল কায়েদ
বাংলাদেশ মজলিশে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া

"মুহাম্মাদ সাঃ দুই জাহানের ইমাম এবং প্রদীপ।
মুহাম্মাদ সাঃ যমীন ও আসমানের দীপ্তি॥
সত্যের ভয়ে তাঁহাকে খোদা বলি না।
কিন্তু খোদার কসম তাঁহার সত্তা জগদ্বাসীর জন্য খোদা
দর্শনের দর্পণ স্বরূপ।" (ফারসী দুর্‌রে সামীন)

আদরের ছোট ছোট ভাই ও বোনেরা,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আশা করি শীত সমাগমে মঙ্গলমতই আছ, বার্ষিক পরীক্ষার সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে, তাই তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ ভালভাবে পড়াশুনা করবে যেন কৃতিত্বের সাথে পাশ করতে পার। তোমরা এক একজন যেন নোবেল পুরস্কারক বিজয়ী প্রফেসর আব্দুস সালাম-এর মত এবং স্যার চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান (রাঃ)-এর মত হতে পার। দো'আ করি আল্লাহ্ তোমাদের সকলের মন বাসনা পূর্ণ করুন।

তোমরা শুনেছ—'তিলকে তাল করা' অর্থাৎ কোন সামান্য জিনিষকে অনেক বড় করে তোলা। কম গুরুচপূর্ণ বিষয় বা বস্তুকে অনেক গুরুত্ব দেয়ার ফলে অনেক বিপদ ঘটে। ধর্মের নিয়ম কানুনের মধ্যেও এরকম হয়। যেমন হয়েছে আমাদের মুসলমানদের মধ্যে। উদাহরণ স্বরূপ মিলাদ শরীফ, নামাযের শেষে মুনাজাত ইত্যাদি। সত্যিকার ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এর গোঁড়ায় কিছুই নেই। কেবল মাত্র কতগুলো ধ্যান ধারণার উপর ভিত্তি করে ধর্মের মধ্যে আগাছার মত এরূপ অনেক জিনিষ গজিয়ে ওঠে এবং এ নিয়েই পরবর্তীকালে যত "কলহ কোন্দল"। কিভাবে এগুলো সৃষ্টি হয় হররত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) এর একটা গল্প উদ্ধৃত করে তা তোমাদের বুঝাতে চেষ্টা করব :

কথিত আছে কোন বাদশাহ্‌র বাড়ীতে এক মেথরানী ঝাড়ু দিত। এক দিন সে শাহী মহল থেকে বাইরে আসল। সদর দরজার বাইরে দেয়ালের সাথে মাথা ঠেকিয়ে মনের বিরহ বেদনায় কান্না শুরু করে দিল। এমন বেদনা এবং ব্যাকুলতার সাথে কাঁদতে লাগল যে বাইরের পাহারাদার মনে করল যে শাহী পরিবারের কেউ হয়ত মারা গিয়েছে। তাই চিন্তা ভাবনা না করেই সেও কান্না জুড়ে দিল। এবং দেয়ালের সাথে ঘেঁসে হেচ্‌কির বাহানা করে কান্নায় ভেংগে পড়ল। কেননা কেউ যেন মনে না করে যে, সে নিমক হারাম। তার কান্না দেখে অন্যরা কান্না শুরু করে দিল এবং তাদের দেখে দূরবর্তী লোকদের এমন কি এই কথা বাদশাহ্‌র এক সভাসদের নিকট গিয়ে পৌঁছিল। সভাসদের প্রতি এই আদেশ ছিল যে, শাহী পরিবারের কেউ যদি মারা যায় তাহলে তারা কালো পোষাক পরে দরবারে আসবে। এই জন্য তিনি দ্রুত ঘরে গেলেন এবং কালো পোষাক পড়ে দরবারে এলেন। এইভাবে দেখাদেখি সকলেই কাল পোষাক পড়ে দরবারে এলেন ও মাথা নীচু করে দরবারে শোকের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য নীরবতা অবলম্বন করলেন এবং রুমাল রেখে নিলেন তাঁদের চোখের সামনে যেন মনে হয় সবাই কাঁদছে। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী একটু বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি কালো পোষাক ছাড়াই দরবারে আসলেন এবং এই শোকের কারণ সম্বন্ধে একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, আমারতো জানা নেই, উনি

বলতে পারবেন।" উনিকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন অন্য জনের কথা, এইভাবে জিজ্ঞেস করতে করতে শেষ পর্যন্ত পাহারাদারের নিকট যাওয়া হল। সে মেথরানীর কথা বলল। মেথরানীকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলল, আল্লাহ্ রক্ষা করুন! অন্দর মহলেত সবই ঠিক ঠাক মত আছে। আসল কথা এই যে, আমি একটা শূকরের ছানা পোষতাম সকালে সেটা মরে গেছে। ঝাড়ু দেয়ার সময় হয়েছিল, তাই কাঁদতে পারিনি। কিন্তু যখন কাজ সেরে বাহিরে আসলাম তখন আর কান্না চাপতে পারলাম না।' তাই আমি কাঁদছিলাম।

ঐ মেথরানীর কান্না আসল কান্না ছিল। কিন্তু অন্যরা চিন্তা ভাবনা না করে তাকে নকল করা শুরু করলে এই ফাসাদ হোল। সুতরাং না বুঝে অনুকরণ করার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, আর এর ফলেই তিল একদিন তালে পরিণত হয়। তোমরা কিন্তু আবার এরকম কোর না।

ভাল কথা, কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে আজকের মত শেষ করব। প্রশ্নগুলো পাঠাচ্ছে ছোটদের পাতার ভাই-বোনেরা। তোমরা সকলে তাদের 'আস্‌সালামু আলাইকুম' নিবে।

মুহাম্মদ নুসরত ইলাহী, মোবারেকা জাহান (বিন্দু) ঢাকা এবং হাবিবা সুলতানা শ্যামপুর, রংপুর।

প্রশ্ন: রসূল করীম (সাঃ) ছয় বৎসর বয়সে কিভাবে সাঁতার কাটা শিখেছিলেন?

উত্তর: ভাই নুসরৎ ইলাহী, কি করে সাঁতার কাটা শিখেছিলেন তা' বলা মুশকিল তবে রেওয়াতে এ ভাবে পাওয়া যায়। আজ থেকে ১৪০০ বৎসর আগের মানুষ নিশ্চয় আমাদের চেয়ে বলিষ্ঠ ছিল, আর রসূল করীম (সাঃ) তো সুপুরুষ ছিলেন। তাঁর পক্ষে ৬ বৎসর বয়সে সাঁতার কাটতে শিখা মোটেও আশ্চর্যের বিষয় নয়।

প্রশ্ন: রসূল করীম (সাঃ) জন্ম তারিখ কোনটি ঠিক?

উত্তর। বোন হাবিবা সুলতানা ও মোবারেকা জাহান (বিন্দু), তোমরা যদি লক্ষ্য করে এ সংখ্যার এক নম্বরে মুহাম্মদ (সাঃ) চরিত্র' পড়তে তা হলে এর উত্তর পেতে। তাঁর জন্ম তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে বিশেষেজ্ঞগন ৫৭১ সনের ২০ শে এপ্রিল মোতাবেক ৯ই রবিউল অওয়াল সম্বন্ধেই মত প্রকাশ করেছে। পরীক্ষার খাতায় পাঠ্য পুস্তক অনুযায়ী লিখলেই চলবে।

প্রশ্ন। স্কুলে নামায পড়তে অসুবিধা থাকলে বাসায় ফিরে জোহর ও আসরের নামায জমা' করে পড়া যায় কিনা?

উত্তর: বোন হাবিবা সুলতানা, নামায সময় মত আদায় করার জন্য আল্লাহ্‌তা'লা আদেশ করেছেন। স্কুলের বিশ্রামের সময় নামায পড়ে নিতে পার। স্কুল কর্তৃপক্ষকে নামাযের ব্যবস্থা করে দেবার জন্য অনুরোধ করবে। যদি স্কুলে কোন প্রকারেই নমায পড়া সম্ভব না হয় তাহলে বাসায় গিয়ে জোহর ও আসর নামায জমা করে পড়তে পার। আজকের মত আসি, কেমন? তোমরা সকলে ভাল থাক সুখে থাক এই কামনান্তে।

তোমাদের নানা ভাই

শেষ ডাক

শুন শুন আহ্‌মদী ভাই।
যা শুনেছি তা-ই শুনাই ॥
এ বাংলার মাটি
তা যে খুব খাঁটি।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া আহ্‌মদীয়তের ঘাটি।
যমানার ইমাম বলে তোমরা হও খাঁটি।
এসো সবে মিলে বাধি জুটি।
ঈমানের পরীক্ষায় আর করোনা ত্রুটি।
সময় যে দূরে নয়,
হবে মোদের বিজয়।

নামায, রোযা, সদ্‌কা যত পার আদায় কর মনে প্রাণে,
ধৈর্য্য ধরে বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পর মুখালিফাতের ময়দানে।
নফল নামাযে রাত্রির অন্ধকারে ঈমান রক্ষার তরে চোখের জল দাও ভাসিয়ে,
ও ভাই আনসার, শুন আর একবার, দো'আতে হয়ে রত দাও আল্লাহ্‌র আরশ কাঁপিয়ে,
আল্লাহ্ কেন নীরব,
তাঁকে করতে হবে সরব।

কিসের আশায় কিসের নেশায় বসে আছ তাই,
সময় যে আর নাই, তা শুনেও কি শুন না আহ্‌মদী ভাই!
আহ্‌মদীর জন্য আহ্‌মদীয়াত রক্ষা ছাড়া নাহি কোন উপায়,
দীনের ডাকে বেলা শেষে ঘোর মুখালিফাতে কখনো ভেবনা নিরূপায়।
এগিয়ে যাও হাতে নিয়ে দায়ী ইলাল্লাহ্‌র ঝাণ্ডা,
তাই তব্‌লিগী কর্ম দ্বারা প্রাণটা করে নাও ঠাণ্ডা।
করছি প্রতিজ্ঞা ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে বৃথা যেতে দিবনা শহীদের রক্ত,
আমরা সবাই—ভাই, 'উসমান ও রহিমের আত্মার সঙ্গে যুক্ত।
হে মু'মিন আহ্‌মদী ভাইয়েরা আমার—
দো'আ চাই মোদের শেষ ঈমান রক্ষার ॥

—সালেহ উদ্দিন চৌধুরী

ঐক্যের উদাত্ত আহ্বান

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে [আইঃ] ১৯৮৭ সালের ২৪শে জুলাই লণ্ডনস্থ মসজিদে ফযলে প্রদত্ত খোৎবায় 'নিজেদের হারানো ঐক্যকে ফিরিয়ে আনার' জন্য গুরুত্ববহ আহ্বান জানিয়েছেন। ঐ খোৎবার প্রয়োজনীয় অংশের উদ্ধৃতি জামা'তের ভাই বোনদের সামনে তুলে ধরার আগে মু'মিনদের মাঝে ঐক্য সম্পর্কে আল্লাহ্ ও নবী করীম (সাঃ) যে গুরুত্ব ও তাকিদ দিয়েছেন এর কিছু উদ্ধৃতি দেয়া আবশ্যক মনে করছি।

'এবং তোমরা সকলে আল্লাহ্র রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না।'

(সূরা আল-ইমরান : ১০৪)

'যাহারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রচীরের মত, আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন।' (সূরা সাফ : ৫)

হযরত নবী করীম (সাঃ) 'দুর্গ আবি-তালিবে' যে ভাষণ দেন, এর অংশ বিশেষ নিয়ে দেওয়া হলো :

'হে মানুষ, নিঃসন্দেহে সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই এবং সকল মুসলমান এক ব্যক্তি-সদৃশ। তার শিরঃপীড়া উপস্থিত হলে সর্বশরীর বেদনায় জর্জরিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এক মুসলমান অন্য মুসলমানের জন্য এক বুনিয়াদ স্বরূপ, যার এক অংশ অন্য অংশের বোঝা বহণে সাহায্যকারী। আমি তোমাদের নসিহত করছি, প্রত্যেক মুসলমান পরস্পর ভাই— তাই কেউ যেন কাউকে যুলুম না করে এবং কাউকে যেন একাকী বন্ধুহীন বা সাহায্যহীন ছেড়ে না দেয়া হয়। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে, আল্লাহ্ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন। যে কোন মুসলমানের কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তার কষ্ট দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি অন্যের ত্রুটি গোপন করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার ত্রুটিও গোপন রাখবেন।

হে মানুষ, যথাসম্ভব ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন যাপন কর। পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত থাক। তোমাদের রব্ব তোমাদেরকে নিঃস্বার্থ কর্জের হুকুম দিচ্ছেন এবং ফেতনা-ফাসাদ ও খুনা-খুনী নিষিদ্ধ করেছেন। যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, তোমরা মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত বেহেশ্তে প্রবেশ করতে পারবে না। আর নিজের জন্য তোমরা যা পছন্দ কর অপর ভাইয়ের জন্যও তা-ই পছন্দ না করা পর্যন্ত তোমরা মুসলমান হতে পারবে না। .....

এবং পরস্পরের সুখে-দুঃখে অংশগ্রহণ কর। আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে, এক মুসলমান অন্য মুসলমানের জন্য বুনিয়াদ স্বরূপ। তার অর্থ হল : এক মুসলমান অন্য মুসলমানের জন্য দেওয়ালের ইটের মত একে অপরকে আঁকড়ে থাকে। যেরূপ দেওয়ালের এক ইট

অপর ইটকে সংযুক্ত রাখে, সেরূপ পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য আমি তোমাদেরকে হেদায়ত করছি। তোমরা যে অবস্থায়ই থাক না কেন একে অপরের সাহায্য করবে। আমি তোমাদের হুঁশিয়ার করছি যে তোমরা যদি ঐক্যবদ্ধভাবে থাক, একে অপরকে সাহায্য কর অর্থাৎ আশ্রয় দান কর তা'হলে তোমরা প্রাচীরের ন্যায় মযবুত থাকবে। অন্যথায় তোমরা স্তূপীকৃত ইটের ন্যায় হবে। কোন দৃঢ়তা থাকবে না এবং যে কেউ তা উড়িয়ে দিতে পারবে।'

ক্বুরআন ও হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণের গুরুত্ব সম্বন্ধে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কিশতিয়ে নূহ কিতাবে বলেছেন ঃ

'মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোনই রসূল এবং শাফী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে অবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না। যেন আকাশে তোমরা মুক্তি প্রাপ্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পার।' .....

সুতরাং তোমরা সাবধান হও! এবং খোদার শিক্ষা এবং ক্বুরআনের 'হেদায়াতের' বিরুদ্ধে এক পদও অগ্রসর হইও না। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি ক্বুরআন শরীফের সাতশত আদেশের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র আদেশকেও লংঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে।' তোমরা যদি ইচ্ছা কর যে, আকাশে আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হউন, তাহা হইলে তোমরা পরস্পর সহোদর ভাইয়ের মত হইয়া যাও। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই অধিক মহৎ যে নিজের ভ্রাতার অপরাধ অধিক ক্ষমা করে এবং বড়ই দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি যে হঠকারিতা করে এবং নিজের ভ্রাতার অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নহে।' (কিশ্‌তিয়ে নূহ)

উল্লেখিত উদ্ধৃতিসমূহ মু'মিনদেরকে সুস্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে যে যারা জামা'তে যে কোনভাবে বা কোন কারণে অনৈক্য সৃষ্টির চেষ্টা করে তারা আল্লাহ্ এবং রসূলের নির্দেশকে অমান্য করে। এর পরিণত কখনও শুভ হতে পারে না।

যে বিষয়টি সবাইকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে হবে তা হলো জামা'তে ঐক্য বজায় রাখা ও উহাকে ক্রমাগত জোরদার করা কমবেশী সবারই দায়িত্ব; কেননা আল্লাহ্ সকলকে তাঁর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধরতে হুকুম দিয়েছেন। তবে যে যত বেশী উচ্চ পদে আছেন এ ব্যাপারে তার দায়িত্ব তত বেশী। তাই যার যতটুকু দায়িত্ব তা পালন না করলে আল্লাহ্‌র নিকট কখনও আমরা দায়িত্বশীল বলে গণ্য হতে পারবো না। ঐক্যের অবহেলা বা বিরোধিতা করলে আল্লাহ্‌র বিরোধিতাই করা হবে। এ কথা প্রত্যেক আহ্‌মদী ভাই বোনকে গভীর-ভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

আল্লাহ্‌র রজ্জু সম্পর্কে এখানে কিছু বলা খুবই প্রয়োজন। আল্লাহ্‌র রজ্জু হলো নবুওয়ত ও এর স্থলাভিষিক্ত খেলাফত। সারা বিশ্বে একমাত্র আহ্‌মদীয়া জামা'তই খেলাফতের গৌরবে গৌরবান্বিত। খোদার অসীম রহমতে এর সৌরভ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। নিজের দোষ ত্রুটি দ্বারা আমরা কেউ যেন এ হতে বঞ্চিত না হই—এজন্য সবাইকে সদা সতর্ক থাকতে হবে। খেলাফতের পবিত্র রজ্জু খলীফা হতে শুরু করে ক্ষুদ্রতম জামা'ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত। তাই সর্বস্তরে ইহা রক্ষার জন্য নিষ্ঠা ও আনুগত্য থাকা চাই। কোথাও যেন কখনও ছেদ দেখা না দেয়। খলীফার নিকট ব'য়াত দ্বারা আমরা ঐ রজ্জুর সাথে সংযুক্ত হই।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (আইঃ) ঐক্যের বিষয়ে তাকিদ দিতে গিয়ে বলেছেন:

'নতুন শতাব্দী শুরু হবার পূর্বেই নিজেদের হারানো ঐক্যকে ফিরিয়ে আনুন। সাধারণতঃ দেখা গিয়াছে, ঐক্যকে খণ্ড বিখণ্ড করার জন্য দায়ী কেবল জামা'তের কতিপয় ব্যক্তি। জমা'তের কর্মকর্তাদের মধ্যে অনেকে এমন রয়েছেন যাঁদের মধ্যে কঠোরতা ও স্বার্থপরতা পরিলক্ষিত হয়, যার কারণে জমা'তের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এই দিকে জমা'তের দৃষ্টি আকর্ষণ কয়ে হুযুর আকদাস (আইঃ) বলেন অনেক জায়গায় বড় ফিৎনা মাত্র কয়েক জনের বিদ্রোহাচরণের কারণে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আমীর যদি প্রকৃত মুত্তাকী হতেন এবং তাদেরকে তাদের কর্তব্য ও অধিকারের ব্যাপারে অবগত করতেন, বিদ্বেষ ও মতভেদ দূর করার পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত করতেন তাহলে তাদের অজানার কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতির সৃষ্টি হতনা, যার ফলে তাদের জ'মাত থেকে বের করা হয়েছে। যদি আমীর অনুধাবন করতেন যে আমি এই লোকদের অভিভাবক এবং তাদের সামনে আমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে এবং জমা'তের সদস্যগণের নিকট আমি দায়ী, এবং সর্বশেষে আমাকে খোদার সামনেও জবাবদিহী হতে হবে, তাহলে ঐ আমীর হযরত মসীহ্ মাউদ (আঃ) এর জমা'তের প্রতিটি ব্যক্তির জন্য নিজের অন্তরে বেদনা রাখতেন এবং তিনি সহজে কখনও এরূপ হতে দিতেন না যে, কোন আহ্‌মদী আগুনের কিনারায় গিয়ে পৌঁছুক। যথাসম্ভব সেই আমীর সচেষ্ট হতেন যে এমন ব্যক্তি, যে ভুল বুঝাবুঝির ও আত্মম্ভরিতার শিকার হয়েছে তার সংশোধন হউক। সাধারণতঃ এমন আমীর যে জামা'তের জন্য দরদ রাখে সে কখনও ইহা সহ্য করতে পারেনা যে, কোন আহ্‌মদী বিনষ্ট হউক। এইজন্য ঐ সকল আমীরদের ঐক্যের অবস্থা ভিন্নরূপ হয়ে থাকে, এবং এমন আমীর, যে অনুভূতিহীন হয়, তার জমা'তের ঐক্যের অবস্থা ভিন্ন রূপ হয়।

হুযুর (আইঃ) বলেন প্রেসিডেন্টকে জমা'তের লোকেরা নির্বাচিত করে কিন্তু আমীরকে মনোনীত করা হয়, এজন্য যদি প্রেসিডেন্ট ভুল করে তাহলে তার ভুল সাধারণ ভুল হয়। কিন্তু আমীর তো খলীফায়ে ওয়াক্‌তের প্রতিনিধি হয়। তাঁর ভুল মারাত্মক হয়, এই জন্য যে, সে খলীফায়ে ওয়াক্‌ত-এর আস্থা ও বিশ্বাস কে ভংগ করেন। ঐ ভুলের

কারণে যে গুনাহ হয় উহা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিচার যোগ্য ... ... । অনেক আমীর এমনও আছেন যাদের মনের বাসনা এই হয় যেন তারা বেশী বেশী নিজেদের ইমারত সম্বন্ধে প্রচার করে। এরূপ আমীরের মস্তিস্কে সব সময় ধারণা থাকে যে, সে একজন আমীর এবং সে এর প্রচারণা করতে থাকে। অথচ তার দায়ীত্ব ও কর্তব্য এই যে, সে যেন লোকদিগকে ইমারতের প্রতি আদব কায়দা শিখায়, এই নয় যে, সে একজন আমীর, কেবল এতেই সন্তুষ্ট থাকে। হুযূর (আই:) বলেন—যে আমীর পরস্পরকে ভাই ভাই বানানোর চেষ্টা করেন না সে নিশ্চয় খোদার নিকট জবাবদিহী হতে রক্ষা পাবে না। আমরা এমন এক সময়ের আবর্তনে আছি যখন আমাদের কর্তব্য আরো প্রসারিত হচ্ছে, ব্যাপকতা লাভ করছে। অতএব যারা ইমারতের দায়িত্বে আছেন তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য তাদের স্বচেতন হয়ে পালন করতে হবে। তাদের দায়িত্বের অন্তর্গত ইহাও যে আহ্‌মদীদের মধ্যে আমীর হবার যোগ্যতা সৃষ্টি করতে হবে, তাদের মধ্যে জাতীয় নেতা হবার গুণাবলী সৃষ্টি করতে হবে। যদি আমীরগণ তাদের এ কর্তব্য পালন না করেন এবং জমা'তের মধ্যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি করতে থাকেন তাহলে দক্ষতাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি কি ভাবে হতে পারে, যারা সমস্ত দুনিয়াকে একই উম্মত বানাবে? যেহেতু একই উম্মত বানানোর সময় এসে গেছে, এজন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করুন যেন আমাদের সব বিরোধ দূরীভূত হয় এবং জামা'ত যেন দুনিয়ার সামনে একই উম্মত হিসাবে দণ্ডায়মান হয়। এই জন্য আমি বিশেষ ভাবে আমীরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, এখনও বেশ কয়েকটি দেশে বিশৃংখলার ঘাঁটি রয়েছে এবং বিভিন্ন দেশে ঐ রকম নীচ ও জঘন্য কার্যকলাপ চলছে এবং একে অপরের গলা কাটছে; আমি এ ব্যাপারে অতিষ্ট হয়ে পড়েছি। এখন আমীরদের জন্য দু'টো রাস্তা রয়েছে. এক হলো প্রাণপণ চেষ্টা করে নিজেদের ঐক্যকে দৃঢ় করা এবং নিজেদের সকল ঝগড়া বিবাদ দূর করা। নতুবা ঐ সকল ব্যক্তি যাঁরা ফিৎনা ও ফাসাদের জন্য দায়ী তাদের চিহ্নিত করুন, যাতে তাদের জমা'ত থেকে বহিস্কার করা যেতে পারে ... ... এইজন্য আমীরদিগকে আমি ছয় মাসের সময় দিচ্ছি যেন তারা দু'টো রাস্তার মধ্য হতে একটি রাস্তা বেছে নেন এবং জমা'তের মধ্যে ঐক্যের সৃষ্টি করেন ... ...।

আমাদের মাঝে হারানো ঐক্য ফিরিয়ে আনাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য যে সব ব্যবস্থাদি নেয়া প্রয়োজন সে সম্বন্ধে কিছু বলছি। এ ব্যাপারে যে বিষয়টি কখনও ভুলে যাওয়া উচিত নয়, তা হলো নবীর জামাতের প্রধান কাজ হলো সংশোধন। এ মহান কাজে এক মুমেন আর এক মুমেনকে আন্তরিকভাবে ভাই হিসেবে গ্রহণ করে মহব্বতের সাথে সংশোধনে সহায়তা করবেন, মুমেনাদের বেলাতেও তাই। জামাত কখনও কাকেও পরিত্যাগ

করতে বা পরিত্যক্ত দেখতে চায় না, তবে নিজের দোষে কেউ যদি তা করতে জামাতকে বাধ্য না করে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে বাংলাদেশে এরূপ কোন আহ্‌মদী ভাই-বোন নেই।

সংশোধনের কিছু পদ্ধতি ঃ

(ক) যাদের মাঝে ভুল বুঝা বুঝি বা ঝগড়া ফাসাদ আছে তারা নিজেরা পরস্পর আপোসে তা মীমাংসা করুন এবং সহোদর ভাই ও বোনদের মত হয়ে যান। একাজে যে প্রথম এগিয়ে আসবেন, আল্লাহ্‌র নিকট তিনি অধিক প্রিয় হবেন।

(খ) প্রয়োজন বোধে একাজে জামাতের কর্মকর্তা বা মুরুব্বী, মোয়াল্লেম ভাইদের সহায়তা নিন।

(গ) জামা'তের কোন বিশেষ সমঝদার সদস্যকে এজন্য দায়িত্ব দিতে পারেন।

(ঘ) যথা সম্ভব একে অন্যের দোষত্রুটি ঢেকে রাখুন। স্মরণীয় যে একমাত্র আল্লাহ্‌ই সব ত্রুটি মুক্ত। হাদীস—যে ব্যক্তি ভাইয়ের ভুলত্রুটির উপর পর্দাপুশী করে, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্‌ তার দোষত্রুটির উপর পর্দাপুশী করবেন,

(ঙ) পুরাতন ঝগড়া ফাসাদ ও এসবের কারণ সমূলে উৎপাটিত করুন। নতুন ঝগড়া বিবাদের আভাস পাওয়া মাত্র তা মেটাতে সচেষ্ট হউন।

(চ) 'ঐক্য' দৃঢ় হতে দৃঢ়তর করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নিন। বাংলাদেশের আহ্‌মদীয়া জামা'তকে আহ্‌মদী জাহানে ঐক্যের আদর্শের দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হউন।

(ছ) বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়ার জন্য দো'আর সাথে ঐক্যই আমাদের প্রধান সম্বল।

(জ) স্মরণীয় যে, আন্তরিক স্নেহ-মমতা প্রেম-প্রীতি ভালবাসা, সহমর্মিতা ও সমবেদনা কখনও বিফল হয় না, পরাজয় স্বীকার করে না।

(ঝ) বৃহত্তর ঐক্য, বিশ্ব ঐক্যের কথা বলার অধিকার তখনই আমাদের হবে যখন আমরা নিজেদের জামা'তের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সফল হবো।

যে সব ভাই বোন বা জামা'ত নিজেদের মাঝে ঐক্য সাধনে বিশেষ অবদান রাখবেন, নাম জানালে তাদের জন্য দো'আ করবো। ইনশআল্লাহ্‌ তাদের নাম হুযূর আইঃ এর সমীপে খাস দো'আর জন্য পেশ করবো। ভাই বোন সবার কাছে দোয়া চাচ্ছি, সবার জন্য দো'আ করছি।

খাকছার

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

ন্যাশনাল আমীর বাঃ আঃ আঃ

আহ্‌মদী জামা'তের ঐক্যের ধারা সম্বন্ধে বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত মোয়াল্লেম মৌলবী সলিমুল্লাহ সাহেব হৃদয়গ্রাহী ভাষায় যে নজমটি লিখেছেন এখানে এর উদ্ধৃতি দেয়া হলো। এটি আমাদের ঐক্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

"মুসলমান"

আমরা মুসলমান, আমরা আহ্‌মদী, আমরা মুসলমান,
খেলাফতের রজ্জু ধরেছি, যায় যাবে যাক্ প্রাণ,
আমরা মুসলমান, আমরা আহ্‌মদী, আমরা মুসলমান।

বিশ্বের মাঝে, মুসলিম জাতি, একতা হারিয়ে আজি
ভ্রাতৃ-ঘাতী, যুদ্ধেতে মাতি, নিজে নিজে গাজী সাজি'
অভিশপ্ত ইহুদীর হাতে হইতেছে অপমান।
আহ্‌মদী মোরা খেলাফত ধরে রেখেছি সবার মান,
এস এস ভাই, শান্তির নীড়ে কেন কর অভিমান,
আমরা মুসলমান, আমরা আহ্‌মদী, আমরা মুসলমান।

জামা'ত মোদের হইয়াছে খাড়া পৃথিবীর কোণে কোণে,
যেখানেই আছি, উঠি বসি মোরা, খলীফার বাণী শুনে,
শৃংখল এযে বড়ই মধুর যেন সে গুলিস্তান,
সারি বেঁধে মোরা মানিয়া চলেছি খলীফার ফরমান।
মোদের দেখিয়া ত্রিত্ববাদীরা সকলে কম্পমান,
আমরা মুসলমান, আমরা আহ্‌মদী, আমরা মুসলমান।

খলীফার পরে সকল দেশেই আমীর বিদ্যমান,
জামা'তে জামা'তে প্রেসিডেন্ট আছে, মানিতেছে ফরমান,
বিশ্ব-জুড়িয়া, কাতার বাঁধিয়া, হইতেছি আগুয়ান,
আপন স্বার্থ ত্যাগিয়া পেয়েছি একতার সম্মান।

এক সুরে মোরা তান ধরিয়াছি, সকলে মুসলমান,
আমরা মুসলমান, আমরা আহ্‌মদী, আমরা মুসলমান।

দিকে দিকে আজি শান্তির বাণী, আমরা করেছি দান,
মুখে সারি গান "লাশরীক প্রভু, আল্লাহ্ রহমান"।
সর্ব জাতির মানুষ মিলিয়া হ'য়ে গেছি ভাই ভাই,
ভালবাসা আছে সকলের তরে দুশমনী কারো নাই।
প্রীতির বাঁধন ভাঙ্গিতে আজি পারিবে না শয়তান,
আমরা মুসলমান, আমরা আহ্‌মদী, আমরা মুসলমান।

এই পৃথিবীর যে কোন দেশেতে, মোদের আঞ্জুমান,
যে কেহই যাবে, দেখিতে পাইবে মানবের সম্মান।
অনুপম জীবন দেখিতে বাসনা রাবওয়াতে এসো ভাই—
একতার আর মহব্বতের এমন নমুনা জগতে নাই।
সব মুমেনীন ইসলামী দেহ, খলীফা মোদের প্রাণ,
আমরা মুসলমান, আমরা আহ্‌মদী, আমরা মুসলমান।

মানবতা আজি ডুকরিয়া কাঁদে, সন্ত্রাস সবখানে,
শুভ্র পতাকা আমাদের হাতে, মধুর শান্তি আনে।
সাদা-কালো আর ছোট-বড় সব ভেদাবেদ অবসান,
"ইনসানিয়াৎ" জিন্দাবাদ—খলীফার আহ্বান।
বিচ্ছিন্নতা ছাড়িয়া দিয়াছি, যায় যাবে গর্দান,
আমরা মুসলমান, আমরা আহ্‌মদী, আমরা মুসলমান।

—০—

ওরা আলোহারা

তুখোড় তাক্‌ওয়া এক আর এক দুর্দান্ত একীন
দানা বাঁধিয়াছে আজ পৃথিবীতে। যাহারা গাফিল
ঐশীসত্যে অবিশ্বাসী যারা;
প্রতি পদে যারা,
আকিদা ও সাধুতার ভয়াল কাতিল;
তারা আজ পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা কামিল মু'মিন।
আশেকে রসূল ওরা বনিয়াছে শ্লোগানের জোরে,
কুরআনকে বানাইয়াছে পৌরাণিক উপকথা কল্পনার ঘোরে।
খোদার তওহীদ আর রসূলের নবুওয়াতে উহাদের বড়ই দরদ,
তাই সে তওহীদ আর সর্বজনী' নবুওয়ত উহাদের পৈত্রিক সম্পদ।
ফির্‌কার হুকীকতে উহাদের জবর দখল,
নিজ নিজ দল ছাড়া বাকী সব কায়েলে কতল।
ফিৎনার মা'রেফতে উহারা বিভোর,
শহরে বন্দরে গঞ্জে তুলিয়াছে ফতওয়ার শোর।
কোন প্রশ্নে মতানৈক্য হয় যদি সঙ্গে উহাদের,
অমনি হুঙ্কারি উঠে সমস্বরে 'কাফির কাফির'।
ইব্‌লিস লাচার হয়ে ছেড়ে গেছে মোল্লার ওয়াতান,
নইলে বাঁচেনা আর বেচারার আখেরী ঈমান।
খোদার সান্নিধ্য ওরা বাহুবলে লাভ করিয়াছে।
ফিরাউনী ইনসাফের জয় গাহিয়াছে।
এজিদী জিঞ্জীর দ্বারা খোদার ঘরের তারা দ্বার রুদ্ধ করে,
'বুলাহাবী উল্লাসেতে শত শত বিলালের কণ্ঠ রোধ করে,
ওরা সবে স্বনিযুক্ত সিপাহী খোদার,
কলেমার উচ্চারণে হৃদয়ের দ্বার রুধিবার
কানুন গড়িছে তারা, ধুরন্ধর ঈমানের কুটিল কৌশলে,
জনতার মূঢ় কোলাহলে।
সত্য কথা বলতে আর সত্য সাক্ষ্যদানে
নিষেধের অধ্যাদেশ জারি করে তারা

তাহাদের ধর্মের কল্যাণে—

মিথ্যাও বলিতে ওরা করে নসিহত ;
হৃদয়ের, বিবেকের পরে, মানুষের,—
করেছে তো ডিক্রী জারি তারা
এবং তাদের
বাধ্য সম্মানিত আদালত।
অদ্ভুত, আজব এক সংবিধান রচিয়াছে তারা ;
আল্লাহ্‌র ধর্মকে তারা করিয়াছে একান্ত লৌকিক,
যামানার ইমামত্ব ও তাহাদের সাংবিধানিক।
কিন্তু,—
সত্য, সুন্দরের আর কল্যাণের ইতিবৃত্ত জানে
ওতো—
ইব্‌লিশি চেতনারই ত্যক্ত মৃত ধারা।
ঈমানের পুণ্যতীর্থে ওর ঠাঁই নাই কোনও প্রাণে।
ওতো আলোহারা,
খোদায়ী প্রেমের পথে পিশাচের মারণ-মরুর,
তাগুতীর শারারতী বীভৎস বর্বর।
ইলাহী আলোক-করা আত্মার জগতে
মননের বিকাশের স্নিগ্ধ-শুভ্র পথে—
ওতো ঘৃণ্য নাফ্‌সানিয়াতের
তীব্র বিস্ফোরণ ;
তাই,
ওতো কলুষিত বাতিলের
আপন আত্মার তীব্র আখেরী দহন।

—শাহ্‌ মুস্তাফিজুর রহমান

"সেই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি।
আমি তাঁহারই হইয়া গিয়াছি॥
যাহা কিছু তিনিই, আমি কিছুই না।
প্রকৃত মীমাংসা ইহাই॥

(উর্দু দুর্‌রে সামীন)

ওয়া কা লাত মাল
হেড অফিস : রাবওয়া, জিলা-ঝংগ, পাকিস্তান

লণ্ডন অফিস :—
১৬, গ্রিসেন হল রোড
এস ডব্লিউ ১৮ ৫ কিউ এল
লণ্ডন, ইউ কে
তারিখ : ১৪-১১-৮৭

সার্কুলার পত্র

সকল ন্যাশনাল আমীর/আমীর/মিশনারী ইনচার্জ এবং সকল প্রেসিডেন্ট

প্রিয় ভ্রাতা,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

পূর্ববর্তী বৎসরগুলিতে যেভাবে তাহ্‌রীকে জাদীদের বৎসর শুরুর প্রচলিত রীতি রহিয়াছে সেই অনুযায়ী হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) পোর্টল্যাণ্ড, অরিজোন আমেরিকা, মসজিদে রিযওয়ানে ১৯৮৭ সালের ৩০শে অক্টোবর তাহারীকে জাদীদের ৫৪তম বৎসর ঘোষণা করেন।

হুযূর (আইঃ) আকদাসের তাহ্‌রীকে জাদীদের চতুর্থ দফতর সম্বন্ধে খুতবার সংক্ষিপ্ত সার নিম্নে দেওয়া হইল।

হুযূর (আইঃ) বলেন যে, ঐ সকল ভাগ্যবান ব্যক্তি যাহারা শুরুতে তাহ্‌রীকে জাদীদে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ যখন ইহা প্রথম ঘোষণা করা হয়, তখন তাহারা সংখ্যায় ছিলেন ৫০০০। তাহারা প্রথম কাতারের অংশ গ্রহণকারী হিসাবে বিবেচিত হইয়াছিলেন। হুযূর (আইঃ) বলেন দ্বিতীয় অর্থাৎ দফতর দোওম যাহা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) ১০ বৎসর পর শুরু করিয়াছিলেন কেননা তখন আহ্‌মদীদের একটি নূতন বংশধর অস্তিত্বে আসিয়াছিল। তৃতীয় ধাপ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাঃ) ১৩ বৎসর পূর্বে আরম্ভ করিয়াছিলেন। হুযূর (আইঃ) বলেন যে, তিনি নিজে চতুর্থ ধাপ ২ (দুই) বৎসর পূর্বে আরম্ভ করিয়াছিলেন যাহা তাহারীকে জাদীদের দফতর চাহরম নামে খ্যাত।

হুযূর (আইঃ) আরও বলেন যে, ৩ (তিন) বৎসর পূর্বে তিনি ঐ সমস্ত পরিবারগুলিকে উপদেশ দান করিয়াছিলেন যে, যাহাদের পূর্ববর্তীরা আগের বৎসরগুলিতে চাঁদা দিয়াছিলেন কিন্তু বর্তমানে জীবিত নাই, তাহারা তাহাদের পূর্ববর্তীদের সততা এবং ত্যাগের স্মৃতি পুনর্জীবিত করিবেন। হুযূর (আইঃ) জোর দিয়া বলেন যে, তাহাদের অঙ্গীকার করা উচিত যে তাহারা তাহাদের পূর্ববর্তীদের তাহ্‌রীকে জাদীদের চাঁদা দেওয়া চিরদিন বজায় রাখিবেন।

হুযূর (আইঃ) এখন পূর্ববর্তী মুজাহিদীনের নাম বাহির করার দায়িত্ব আঞ্জুমানে তাহ্‌রীকে জাদীদকে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন যাহাতে পূর্ববর্তীদের আরও অনেক হিসাব পুনরায় শুরু করা যায়।

হুযূর তাঁহার খুতবায় পৃথকভাবে পাকিস্তানের আহ্‌মদীদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন যাহারা ভীষণ প্রতিবন্ধকতা এবং অসুবিধা থাকা সত্বেও উন্নতি করিতেছে এবং সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতেছে। হুযূর আরও বলেন যে, সার্বিকভাবে সমস্ত দুনিয়ার আহ্‌মদীরা পূর্বের চাইতে অধিক চাঁদা দিতেছে।

সর্বশেষে হুযূর (আইঃ) তাহ্‌রীকে জাদীদে অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা বর্দ্ধিত করণের উপর জোর দেন এবং বলেন যে, প্রত্যেক আহ্‌মদী পুরুষ, স্ত্রীলোক এবং শিশুদিগকে তাহ্‌রীকে জাদীদে অংশগ্রহণ করার জন্য তাহাদের নাম তালিকাভুক্ত করা উচিত। হুযূর দো'আ করেন আল্লাহ্‌-তা'লা যেন জামা'তের প্রত্যেক কাজে সাফল্য দান করেন।

হুযূর আকদাসের এই আশিসমণ্ডিত আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে আমি দুনিয়ার সকল জামা'তের ন্যাশনাল আমীর, মিশনারী ইনচার্জ, আমীর এবং প্রেসিডেন্টদিগকে অনুগ্রহ করিতেছি, তাহারা যেন প্রত্যেক আহ্‌মদী পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের নিকট যান এবং তাহাদের নাম তাহ্‌রীকে জাদীদের চাঁদা দাতা হিসাবে তালিকাভুক্ত করেন। অনুগ্রহ করিয়া ওয়া'দাকারীদের তালিকা আমার নিকট যতদূর সম্ভব অতিসত্বর পাঠাইবেন এবং ইহার অনুলিপি রাবওয়া পাঠাইবেন। যাজাকুমুল্লাহ আহ্‌সানুল জাযা।

ওয়াস্‌সালাম

আপনাদের ভ্রাতৃপ্রতীম

এম, এস, আসরাফ

এডিশনাল ওয়াকিলুল মাল

অনুবাদক—

কাসেম আলী খান

জনাব ওয়াকিলুল মাল আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া, ইসলামাবাদ, লণ্ডন এর উপরোক্ত নির্দেশ মোতাবেক সকল আমীর এবং প্রেসিডেন্ট সাহেবানকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাহারা তাহাদের নিজ নিজ জামা'তের প্রত্যেক আহ্‌মদী পুরুষ এবং স্ত্রী লোকের নিকট যাইবেন এবং তাহাদের নাম তাহ্‌রীকে জাদীদের চাঁদাদাতা হিসাবে তালিকাভুক্ত করিবেন। এই তালিকার এক কপি অতিসত্বর এখানে পাঠাইবেন যাহাতে জনাব ওয়াকিলুল মালের নির্দেশ মোতাবেক এখান হইতে তাঁহার নিকট পাঠাইতে কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হইতে না হয়।

প্রত্যেক আহ্‌মদী অভিভাবক তাহার নিজ শিশু সন্তানেরও ওয়াদা করিবেন এবং চাঁদাদাতা হিসাবে তালিকাভুক্ত করাইবেন।

ওয়াস্‌সালাম

খাকসার

স্বাক্ষর : মোঃ শামসুর রহমান

সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ ও তাহ্‌রীকে জাদীদ

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

১১। যকৃৎ ও অগ্নাশয়ের ব্যায়াম : এর অন্য নাম "যোগমুদ্রা"। যকৃৎ ও অগ্নাশয় গ্রন্থির অবস্থান ও কার্য্যকারীতা কি ? যকৃৎ, তথা—কলিজা আমাদের বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ড ও ফুসফুসের নিম্নে অবস্থিত। যকৃৎ থেকে এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত হয়ে পিত্ত থলীতে জমে। এই পিত্তরস ভুক্ত খাদ্যের সাথে মিশে গিয়ে উহাকে হজম করায়। আর অগ্নাশয়, তথা—প্যাংক্রিয়াস গ্ল্যাণ্ডটি পাকস্থলীর নিম্নে অবস্থিত। অগ্নাশয় থেকে ইনসুলীন নামে এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরিত হয়ে শ্বেতসার, তথা—ভাত, আটা, তরিতরকারী জাতীয় ভুক্ত খাদ্যের মধ্যে নিহিত গ্লুকোজকে দহন করে দেহের শক্তি এবং স্নেহ, তথা—চর্বি ও তৈল জাতীয় খাদ্য থেকে শরীরের তাপ উৎপাদন করে।

এই ব্যায়ামের উপকারীতা তিনটি— ১। অত্র ব্যায়ামে যণ্ডিস বা ন্যাবা রোগ হয় না। ২। এতে পিত্ত পাথরী হতে দেয় না। ৩। ইহা দৃষ্টি, শ্রবণ, ঘ্রাণ ও স্বাদ ইন্দ্রিয়কে সতেজ রাখে।

মানব দেহের অন্যতম যন্ত্র হল, 'যকৃৎ' ইহার অসুস্থতায় জণ্ডিস ও পিত্ত পাথরী হয়ে থাকে। এই মারাত্মক ও যন্ত্রণা-দায়ক রোগ থেকে নিরাপদে থাকতে হলে যকৃতের ব্যায়াম অপরিহার্য। আর প্যাংক্রিয়াসের অসুস্থতার জন্যই বহুমূত্র রোগ হয়ে থাকে। এ বিষয়ে আগেই বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্যায়ামটি এভাবে করতে হবে :— বাম পায়ের পাতা ডান উরুর উপর এবং ডান পায়ের পাতা বাম উরুর উপর রেখে আসন ঘিরে বসুন। উভয় পায়ের গোড়ালী তলপেটে ঠেকে থাকবে। অথবা বজ্রাসনেও বসা যেতে পারে। এবার বুকের খাঁচার নীচে বাম হাতের পাতার উপর ডান হাতের তালু রেখে চেপে ধরুন। তারপর বুক ভরে শ্বাস টানুন ৫ সেকেণ্ড ব্যাপী। এবার নিঃশ্বাস বন্ধ রেখে ধীরে ধীরে সামনে ঝুঁকে কপাল মাটিতে ঠেকাবার চেষ্টা করুন। খেয়াল রাখবেন এসময়ে চেহারা যেন কুৎসিত না হয়। বরং চেহারায় যেন হাসি ফুটে উঠে। সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। এই অবস্থায় ৫ সেকেণ্ড থাকুন। তারপর নিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সঞ্জীবনীতে যান ১৫ সেকেণ্ড। একবার হল ; এভাবে ৪ বার করতে হবে।

বাঁচার দ্বিতীয় পদ্ধতি :—

দেহ ও আত্মাকে রোগ মুক্ত করুন

প্রিয় পাঠক, রোগমুক্ত সবল দেহ ও দুশ্চিন্তাহীন সতেজ মনের অধিকারী হওয়ার জন্য এইসব ব্যায়ামের সাথে কেবল মাত্র সুষম খাদ্য খাওয়াই যথেষ্ট নয়, সেই সাথে বাঁচার দ্বিতীয় পদ্ধতি— "দেহ ও আত্মাকে" রোগমুক্ত করতে হবে। কেবলমাত্র দেহেরই রোগ নয়, সকল প্রকার আত্মিক ব্যাধিকে নির্মূল করতে হবে, সুনির্বাচিত ওষুধ ও নির্ভুল চিকিৎসার মাধ্যমে। মানব

দেহের বহু প্রকার রোগ-ব্যাধির মধ্যে কতকগুলি 'বীজাণুবাহী' এবং কতকগুলি 'জীবাণুবাহী' রোগ রয়েছে। বীজাণুবাহী রোগগুলো কেবলমাত্র পিতা-মাতা থেকেই নয়, দাদা-দাদী ও নানা-নানী থেকেও পরবর্তী সন্তানদের মধ্যে সংক্রমিত হলেও সেই বীজাণু আক্রান্ত শরীরে প্রতি-রোধক শক্তি সৃষ্টি করলে সেই সৃষ্ট শক্তির প্রত্যাঘাতে সংশ্লিষ্ট রোগ বীজাণু চিরতরে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। বহুমূত্র ও হাঁপানী প্রভৃতি বীজাণুবাহী রোগগুলোকে কুলীন রোগ বা ভদ্র ব্যাধি নামে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। কারণ এই সব রোগ ছোঁয়াচে নয়। এরা বংশানু-ক্রমে চলতে থাকে—নিজ নিজ সন্তানদের মধ্যে। নিয়মমাফিক চলা, বেছে-গুছে খাওয়া ও কয়েক প্রকারের আভ্যন্তরীন ব্যায়াম অনুশীলন এবং সহজ চিকিৎসা দ্বারা এই সব ভদ্র রোগ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু, এমন কতকগুলো দীর্ঘ ক্রিয়াশীল 'রোগ জীবাণু' রয়েছে, যারা স্থান, কাল ও পাত্র কিছুই মানে না। মানেনা আপন পর। ওরা কিছুতেই মরতে চায় না। এই ভয়াবহ 'জীবাণু' কেবল মাত্র জাগতিক রোগ জীবাণুই নয়, এরা আত্মিক রোগেরও উৎস। এরা প্রথম অবস্থায় দৃশ্যমান এবং দৈহিক জ্বালা যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু শেষ অবস্থায় অদৃশ্যমান এবং নিরবধি আত্মিক ক্লেশ দায়ক। এই জীবাণু প্রথম ধাপে রক্ত মাংসের দেহকে আক্রমণ করে এবং শেষ ধাপে শক্তি রূপে আত্মার উপর স্থায়ী ভাবে আধিপত্য স্থাপন করে। একজন বীর পুরুষকে এরা কাপুরুষে পরিণত করে। একজন মেধাবী বা স্মৃতিবান ব্যক্তিকে স্মৃতিহীন বা বুদ্ধিভ্রষ্ট করে ছাড়ে। এমনকি এই ব্যাধির বিশেষ প্রভাবে একজন দয়ালু মানুষ খুনীতে পরিণত হয়। এরা কারা? এরা হল: সোরা, সাইকোসিস্ ও সিফিলিস্। এই তিন প্রকারের মহা-ব্যাধি-বিষ থেকেই সকল প্রকার রোগ-ব্যাধির উৎপত্তি। সাইকোসিস্ ও সিফিলিস্ জড়দেহ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। আর 'সোরা' মানবাত্মা থেকে। সাইকোসিস জীবাণু—১৮৯৫ এবং সিফিলিস জীবাণু আবিস্কৃত হয়েছে—১৯০৪ খৃষ্টাব্দে। আর শোরার উৎপত্তি হয়েছে—মানবাত্মার সীমাহীন আকাংখা থেকে—মানবদেহে যেদিন আত্মা ফুৎকৃত হয়েছিল। সাইকোসিস্ ও সিফিলিস্ জীবাণু বিজ্ঞানের যন্ত্রে ধরা পড়লেও সোরার জীবাণু ধরা পড়া সম্ভব নয়। কারণ, অতি সূক্ষ্ম অদৃশ্য আত্মা থেকে সৃষ্ট বলেই উহা অতি সূক্ষ্ম এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও অদৃশ্য। এই অদৃশ্য সোরা অদৃশ্য আত্মিক সুড়সুড়ি থেকে উৎসরিত হয়ে জড়দেহে বিকশিত হয়েছে—দৈহিক চুলকানি রূপে। সোরার আভিধানিক অর্থ মনঃ কণ্ডুয়ন, তথা—কুণ্ডলাকারে ঘূর্ণায়মান উৎসরিত আত্মিক 'সুড়সুড়ি' এবং নানাবিধ চর্মরোগের প্রাথমিক অবস্থায় দৈহিক 'চুলকানী।' ড্রিল বা ঘূর্ণায়মান যন্ত্রের দ্বারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মৃত্তিকার তলদেশ থেকে যেমন মূল্যবান খনিজ পদার্থকে উত্তোলন করা হয়, ঠিক তেমনি মানুষ তার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আত্মিক প্রেরণা, তথা—আত্মিক প্রেরণাকে সুপথে পরিচালিত করে শান্তি-সুখের অমৃত ধারায় অবগাহন করে, সৌভাগ্যের উচ্চতম শিখরে আরোহন করতে পারে। আবার উহার বিকৃত রুচীর শিকার হয়ে দুর্ভাগ্যের অতলে তলিয়ে যেতেও পারে। এই হল 'সোরা।' যাকে ব্যাধি-বৃক্ষের মূল ও কাণ্ড বলা যায়। আর সাইকোসিস্ ও সিফিলিস—উহার প্রধান দু'টী শাখা।

—শেখ আবদুল গনী আহমদ

আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায় উৎপীড়নের শিকার প্রসঙ্গে

সাপ্তাহিক মুক্তিবাণীর ২৭শে নভেম্বর, ১৯৮৭ সংখ্যার ৪র্থ পৃষ্ঠার ৮ম কলামে জনাব সাদেক আহমদ সিদ্দিকী নামে জনৈক খতীবের উপরোক্ত শিরোনামে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। লেখক আহ্‌মদীদের উপর নির্যাতনের কথা অস্বীকার করে বলেন "বাংলাদেশে আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায় নামে যে কাদিয়ানীরা রয়েছে, তারা মুসলমানই নয়"।

আহ্‌মদীগণ নিজেদেরকে আহ্‌মদী মুসলমান হিসাবে পরিচয় দিয়ে থাকেন, পৃথিবীর সর্বত্র আহ্‌মদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠিত আছে। বিদ্রুপা করে এদেরকে 'কাদিয়ানী' বলা হয়। কারণ এই জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলায় 'কাদিয়ান' নামক গ্রামে ১৮৩৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৮৯ সালে তিনি ইসলামে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ হওয়ার দাবী করেন এবং আহ্‌মদীয়া জামা'ত নামে একটি জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন। এই কারণে বিরোধীতা করে তাদেরকে কাদিয়ানী বলে থাকে। যেমন হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) 'জিলান' শহরে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে তাঁকে 'জিলানী' নামে বলে থাকেন, হযরত ইমাম গাজ্জালী (রঃ) 'গাজ্জালা' শহরে জন্ম নিয়েছেন বলে তাঁকে 'গাজ্জালী' বলে থকেন। কিন্তু যারা নিজেদের নাম যা রাখা হয়েছে তাই বলে পরিচয় দেবেন। অথচ অন্যেরা বলে যে, না—তোমার নাম এটা নয়, অন্যটি। এ অবস্থায় যদি সাদেক আহমদ সিদ্দিকীর নাম আমরা 'কলিম উদ্দিন' নামে অভিহিত করি তা কি ঠিক হবে? আসল নাম বলে আহ্‌মদীদের প্রকাশ করলে মৌলবী সাহেবদের অনেক বিভ্রান্তি জনসাধারণ ধরে ফেলবেন তাই এ লুকোচুরি।

জনাব সিদ্দিকী বলেছেন, বাংলাদেশে তাদের উপর নির্যাতন হচ্ছে না। সারা দুনিয়ার লোক জানে আহ্‌মদী মুসলমানগণ মিথ্যা কথা বলেন না। বরং পত্রিকাতে নির্যাতনের সহস্র-ভাগের এক ভাগও তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। বিগত বৎসরাধিকাল থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে আহ্‌মদীদের উপর যে অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে তা মধ্য যুগীয় নির্যাতনকে হার মানাবে। ইসলামের নামে ধর্মান্ধ মৌলবীরা অত্যন্ত জঘন্য আচরণ করছে।

আহ্‌মদী সম্প্রদায়কে মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার অভিযোগ করে জনাব সিদ্দিকী সরকারের নিকট আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায় তথা কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণার জন্য দাবী জানিয়েছেন।

জনাব সিদ্দিকীদের জন্য আফসোস। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে আমরা দেখতে পাই, আল্লাহ্‌তা'লাই মানুষকে মুসলমান বা হেদায়েত লাভ করার তৌফিক দিয়ে থাকেন। পৃথিবীর কোন দেশের সরকার, কে মুসলমান বা কে অমুসলমান, তা বলার অধিকার রাখেনা। কেননা,

সৃষ্টিকর্তা ছাড়া যেমন আর কেউ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেনা, তেমনি কে মুসলমান, কে অমুসলমান তা আল্লাহ্‌তা'লাই একমাত্র বলতে পারেন, অন্য কোন মানুষ তা বলতে পারেনা। যেমন—যে কোন মুসলিম দেশের সরকার বা সকল মুসলিম দেশের সরকার যৌথভাবে কোন অমুলমান ব্যাক্তিকে বা অমুসলমানদেরকে সার্টিফিকেট বা শাসনতন্ত্রে বিল এনে মুসলমান বানাতে পারেনা—যতক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি নিজে মুসলমান হওয়ার স্বীকৃতি প্রদান না করে। তেমনিভাবে কেউ মুসলমান দাবী করলে সমগ্র পৃথিবীর সরকার তাকে অমুসলমান বললে তার কিছুই যায় আসেনা। কারণ ইহা আল্লাহ্‌তা'লার হাতের ক্ষমতা। অন্য কাউকে এই ক্ষমতা দেয়া হয়নি।

—মোহাম্মদ আবদুল জলিল

আল্লাহ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়?

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

আর্নিকা কেশতৈল

হোমিওপ্যাথির এক অনন্য অবদান

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত।

Love For All Hatred For None

—হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ)

আর্ণিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দূর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। মরামাস হয় না। মস্তিস্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্ণিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্ণিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুত কারক ঃ— এইচ, পি, বি, ল্যাবরেটরীজ লিঃ

পরিবেশক ঃ— হোমিও প্রচার ভবন,

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক বাইওকেমিক ঔষধ বিক্রেতা

১নং আব্দুল গনি রোড,

জি, পি, ও, বক্স নং ৯০৯ ঢাকা-১০০০ ফোন ঃ ২৫৯০৪০

সার্কুলার

নং—১১১/৩৯২৭(১০০) তারিখ : ৫-১২-৮৭ইং

জনাব আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেব
আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া.....,

প্রিয় ভ্রাতা,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আশা করি খোদার ফযলে ভাল আছেন।

আপনারা সবাই অবগত যে, পূর্ববর্তী নবীগণের যমানায় বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহতা'লা যেমন বিভিন্ন ভাবে তাদের ঈমানের পরীক্ষা নিয়েছেন, মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মত হিসেবে আমাদেরকেও তেমন পরীক্ষার মধ্যে অতিবাহিত করতে হচ্ছে। আপনাদের সবার ঈমানের তরক্কী এবং জামা'তের খেদমতের তৌফিক দানের জন্য আল্লাহুর দরবারে দো'আতে ব্যপৃত থাকবেন—এ অনুরোধ রাখছি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মোথালেফাত ইত্যাদি কারণে জমা'তের চাঁদার বিষয়ে আমরা কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছি, তাই আর্থিক কুরবানীর দিকটি সবাই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন।

আপনার জামা'তের নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে অতি সত্বর আমাকে জানাতে বিশেষ অনুরোধ করছি।

১। **চাঁদা ও সাধারণ**

ক) আপনার জামা'তের মোট সদস্য সংখ্যা কত ?

খ) কতজন চাঁদা দেয়ার যোগ্যতা রাখেন ?

গ) কতজন নিয়মিতভাবে চাঁদা দেন ?

ঘ) নিয়মিত চাঁদা দানকারী বানানোর জন্য আপনার জামা'তে কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে ? (যদি এ পদক্ষেপ না নিয়ে থাকেন তবে এখন থেকে তার ব্যবস্থা করুন)

২। **চাঁদা ও মজলিসে আমেলার সদস্য**

ক) আপনার মজলিসে আমেলার সদস্যদের মধ্যে বকেয়াদার থাকলে—তাদেরকে আগামী ৩১শে জানুয়ারী, ৮৮ এর মধ্যে সম্পূর্ণ বকেয়া আদায়ের সুযোগ দেবেন।

খ) যারা উপরোক্ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চাঁদা আদায়ে ব্যর্থ হবেন—তাদের নাম (বকেয়া চাঁদার পরিমাণ উল্লেখ করে) আমার কাছে পাঠাবেন।

গ) চাঁদার গুরুত্ব সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ—করণে আপনার জামা'তে কার্যরত মুরুব্বী/মোয়াল্লেম সাহেবানের সহযোগীতা ও সহায়তা গ্রহণ করবেন।

ঘ) উল্লেখ্য যে, জামা'তে নিয়মিত চাঁদাদাতার সদস্যের সংখ্যা কমপক্ষে ৪০ জন হলে সে জামা'তের প্রেসিডেন্টের পদকে আমীরের পদে উন্নীত করা যেতে পারে। বাংলাদেশে এমন কিছু জামা'ত আছে যে, চাঁদা দেয়ার ব্যাপারে আরো সক্রিয় হলে সহজেই এমারতের সম্মানের অধিকারী হতে পারে।

আশা করি, আপনারা সকলেই আমার এ আহ্বানে সাড়া দিবেন--যাতে আপনাদের সহযোগিতা জামা'তের গুরু দায়িত্ব পালনে আমার সহায়ক হয়।

আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদের সকলের হাফেয, নাসের ও হাদী হউন। আমীন।

ওয়াস্‌সালাম।

আপনাদের

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

ন্যাশনাল আমীর বাঃ আঃ আঃ

লেখা আহ্বান

মোহ্‌তরম ন্যাশনাল কায়েদ সাহেবের অনুমতিক্রমে অতি আনন্দের সাথে সকলের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার পক্ষ হইতে অতি সত্বর একটি "স্মরণিকা" প্রকাশিত হইবে ইনশাআল্লাহ্‌।

এই স্মরণিকাতে প্রকাশের জন্য সকলের নিকট হইতে সুন্দর ভাষা, তথ্য-বহুল ও সংক্ষিপ্ত (১০০০ শব্দের) প্রবন্ধ আহ্বান করা যাইতেছে। প্রবন্ধের সাথে এক কপি সাদা কালো পাসপোর্ট সাইজের ছবি দিয়ে আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন। আল্লাহ্‌ আপনার হাফেয, নাসের ও হাদী হউন। আমীন।

ওয়াস্‌সালাম

মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন মিল্লাত

নাযেম, এশায়াত

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া

দোয়ার আবেদন

আজ বেশ কিছু দিন যাবৎ আমি মানসিক ও শারীরিক ভাবে অসুস্থ আছি। আল্লাহ্‌-তা'লা যেন আমাকে পূর্ণ সুস্থতা দান করে জামা'তের বেশী বেশী খেদমত করার সুযোগ দেন তার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট খাস দোওয়ার আবেদন করছি। খাকসার

মোহাম্মদ আবুল বরকত

উথলী, চুয়াডাঙ্গা

বিজ্ঞপ্তি

আপত্তিগুলির জবাব আপনারও জানা থাকা উচিত

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) বলেছেন, "আমার বড় আফসোস! আমার জামা'তের অনেক বন্ধু সেলসেলার পুস্তকাদি পাঠ করেন না। ফলে যদিও বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর সেখানে মওজুদ রয়েছে তথাপি তারা বৃথা আশংকায় মনে করেন যে অমুক-অমুক কথার উত্তর হয়ত আমাদের পক্ষ থেকে দেয়া হয়নি। অথচ সমস্ত কথারই উত্তর বিস্তারিতভাবে এই সকল পুস্তকাদিতে আমাদের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে।"

নিজ জ্ঞান সম্প্রসারিত করতে সৈয়্যদনা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) এর গুরুত্বপূর্ণ এই নির্দেশ পালনে আমাদের প্রত্যেককে যথাযথ তৎপরতার সাথে জামা'তি পুস্তকাদি পাঠে মনোযোগী হতে হবে।"

বর্তমানে আমাদের গ্রন্থাগারে নিম্নলিখিত পুস্তকাদি বিতরণের জন্য মওজুদ আছে: ১) ফতেহ্ ইসলাম ২) হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আহ্বান ৩) ইসলামী নীতি দর্শন ৪) আহ্মদীয়াতের পয়গাম ৫) আহ্মদীয়াত ৬) ধর্মের নামে রক্তপাত ৭) আল্লাহ্তা'লার অস্তিত্ব ৮) বাইবেল প্রতিশ্রুত নুতন নিয়ম "পবিত্র কুরআন"-৯) মহা সুসংবাদ ১০) শ্বেতপত্রের উত্তর ১১) বুজুর্গানে দ্বীনের ব্যাখ্যার আলোকে খতমে নবুওয়াত ১২) দায়ী কে? ১৩) ওফাতে ঈসা (আঃ) ১৪) **An open letter to the Muslim World** ১৫) **Commonsense about Ahmadiyyat** ইত্যাদি আরও অনেক। উক্ত পুস্তকাদি স্থানীয় জামা'তের লাইব্রেরীগুলিতে থাকা আবশ্যক।

অতএব,

প্রয়োজনীয় সংখ্যায় উক্ত পুস্তকাদি সংগ্রহের জন্য প্রত্যেক স্থানীয় জামা'তকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, যে সকল স্থানীয় জামা'ত এখনও লাইব্রেরী স্থাপন করেন নাই তাহারা যথাশীঘ্র লাইব্রেরী কায়েম করে পুস্তকাদির চাহিদা অত্র দপ্তরে জানাবেন এই অনুরোধ করছি।

আল্লাহ্ আমাদের সকলের জ্ঞানকে বৃদ্ধি করুন এবং সকলের হাদী, হাফেয ও নাসের হউন। আমীন।

ওয়াসসালাম

খাকসার

কাওসার আহমদ

লাইব্রেরীয়ান, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্মদীয়া

একটি চিঠি

জেনারেল সেক্রেটারী সাহেব
সুন্দরবন আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

প্রিয় ভ্রাতা,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

সুন্দরবন আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার পক্ষ হতে প্রেরিত 'ইজতেমা বার্ষিকী' পেয়ে খুবই আনন্দিত হয়েছি ও আপনাদের শুকরিয়া আদায় করছি। সুন্দরবন নামের ঐতিহ্য বহন করে সুন্দরবন জামাত শুধু বাংলাদেশই নয়, বরং আহ্‌মদীয়া জাহানে একটি সুন্দর জামা'ত হিসেবে পরিচিত হোক এ কামনা করা অমূলক হবে না বলে দৃঢ় আস্থা আছে। আপনাদের হৃদয়ের গভীরেও এ কামনা আছে একথা বলা সত্যের অপলাপ হবে বলে মনে করিনা।

এ পবিত্র প্রাণ সঞ্চারি কামনাকে কার্যকর করার জন্য বাস্তবমুখী প্রয়াস ও কর্মসূচী চাই। কর্মসূচীর প্রাণকেন্দ্র হবে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল (সাঃ), মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) ও খলীফার (আইঃ) প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য। দ্বিতীয়তঃ নিজেদের মধ্যে 'সীসাগলিত প্রাচীরের ন্যায় নিঃছিদ্র ও দৃঢ় ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি করা।

আশা করি অদূর ভবিষ্যতে সুন্দরবন জামা'ত হতে, আরো হৃদয়গ্রাহী বাণী, বচন ও তোহ্‌ফা নিয়ে বার্ষিকীর আত্মপ্রকাশ ঘটবে। সে উপহারের আশায় হাত পেতে আছি।

আমার কথাগুলোকে প্রাণপ্রিয় সব ভাই-বোনদের দরবারে পৌঁছে দেয়ার অনুরোধ এবং দো'আর আবেদন রইল। আপনাদের সবার সামগ্রিক কল্যাণের জন্য রহ্‌মানুর রাহীম আল্লাহ্‌র কাছে দরদে দীলে দো'আ করছি। আমীন।

ওয়াসসালাম
খাকসার
মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর, বাঃ আঃ আঃ

রাজশাহী বিভাগীয় ইজতেমা

আগামী ৩১শে ডিসেম্বর '৮৭ ও ১লা জানুয়ারী ১৯৮৮ইং রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার রাজশাহী বিভাগীয় ইজতেমা নটোরস্থ তেবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়া প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হইবে ইনশাআল্লাহ্‌। রাজশাহী বিভাগের সকল খোদ্দাম এবং আতফালকে এই মহতী অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। ইজতেমার পূর্ণ কামিয়াবীর জন্য সকলের নিকট খাসভাবে দো'আর আবেদন জানাচ্ছি।

খাকসার
আবদুর রব
বিভাগীয় কায়েদ, রাজশাহী বিভাগ

ভুল সংশোধন

পাক্ষিক "আহ্‌মদী" ৩০শে নভেম্বর ১৯৮৭ ১৪শ সংখ্যায় ১৬নং পৃষ্ঠায় বিশ্বগ্রাসী অবক্ষয় নামক প্রবন্ধের ২য় লাইনে "তখন"-এর স্থলে 'তথা' পড়িতে হইবে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখীত।

সম্পাদকীয়

চলুন, একযোগে কাজ করি

আহ্‌মদীয়া জামা'ত আল্লাহ্‌তা'লার ফযল ও করমে একটি সুসংগঠিত সুশৃঙ্খল জামা'ত। প্রত্যেক সুসংগঠিত সুশৃঙ্খল জামা'ত তাদের প্রতিটি কাজ এমন একাগ্রচিত্তে ও আগ্রহ ভরে সম্পাদন করে থাকে যে এর কোন সদস্যই সে কাজ সম্বন্ধে অজ্ঞাত থাকে না এবং তা সম্পাদনের প্রতি উদাসীনও হয় না। সকলে সম্মিলিত ভাবে কাজ করে এবং একযোগে জোর লাগায়। কাজ সম্পর্কেও অভিজ্ঞ হয় এবং তার পরিণাম সম্বন্ধেও। পরিণাম সম্বন্ধে এজন্য যে, সেটাকে চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে উপলব্ধি করে উহা লাভ করা অবধি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়াটা তারা তাদের অবশ্য কর্তব্য বলে জ্ঞান করে।

যেহেতু কাজ এবং কাজের প্রকার-প্রকৃতি সুসংহত জামা'তের সর্বপ্রধান নেতা নির্ধারণ করে থাকেন সেজন্য এটা একান্ত গুরুত্বের আকার ধারণ করে যে নেতার প্রতিটি ইশারা-ইঙ্গিত এবং প্রতিটি কথা ও শব্দ যেন জামা'তের প্রত্যেক সদস্যেরই জ্ঞানগোচর হয় এবং যথাশীঘ্র হয় যাতে প্রতিটি ব্যক্তি তদনুযায়ী নিজেকে প্রবৃত্ত ও প্রস্তুত করে তুলতে পারে এবং কাজ আরম্ভও একই সময়ে করা সম্ভব হয়—তথা একযোগে সমানভাবে জোরও লাগানো যায়, যেমন কিনা দু'দলের মধ্যে দড়ি টানা-টানির প্রতিযোগীতামূলক খেলার বেলায় এক ইঙ্গিতে সকলে একই সময়ে একই ধারায় নিজেদের শক্তি প্রয়োগে প্রবৃত্ত ও নিয়োজিত হয়ে থাকে।

সম্প্রতি হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (আইঃ) জামা'তের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেছেন যে, হুযূরের ইরশাদসমূহ অনতিবিলম্বে জামা'তের সকল সদস্যের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া উচিত। জামা'তের সার্বিক শক্তিকে কাজে লাগানোর বস্তুতঃ ইহা একটি উত্তম পন্থা এবং নিজেদের সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল বলে বিশ্বাস ও প্রত্যয় সৃষ্টি করারও উৎকৃষ্ট উপায়।

আমরা যদি উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে পরস্পরের মধ্যে ঐ সকল কথা ও বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করি যেগুলি হুযূর (আইঃ)-এর নির্দেশাবলী থেকে প্রতিভাত হয়, তা'হলে নিশ্চয় আমাদের কর্মশক্তি বাড়বে এবং সহজে সম্পাদিত হবে এবং শীঘ্র ফলপ্রসূও হবে। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এর তওফিক দিন—আমীন।

15th December 1987

আহ্‌মদী

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। ক্বিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফিরীনাল মুফতারিয়ীন —
অর্থাৎ সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফিরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার পক্ষে
আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ নং বকশী বাজার রোড,
ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনিঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫
সম্পাদকঃ এ, এইচ, মোহাম্মদ আলী আনওয়ার

Published & Printed by Md. F. K. Molla
at Ahmadiyya Art Press for the proprietors,
Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka- 1211
Phone No. 501379, 502295
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.